মন না মতি

মনঁা মতি

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

মূল্য ১।০ আনা

১৩২৬

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, ১এ, রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত

মনোমতি



তাদের পরিচিত বন্ধু- আর আত্মীয়-মহলে দাম্পত্য-প্রণয়ের আদর্শ ছিলো পলাশ ডাক্তার আর তার স্ত্রী ব্রততী। তাদের বিয়ে হয়েছে আজ ছ-বৎসর, কিন্তু বাসর-ঘরের নেশার ঘোর এখনও তাদের ছাড়ে নি। প্রথম প্রণয়ের রং তখনও তাদের নয়নে মনে বেশ ঘোরালো হয়েই লেগে ছিলো। দীর্ঘ ছ-বৎসরের একত্র বাসের পরও তারা পরস্পরের কাছে পড়া-পুঁথির মতন আগ্রহশূন্য ঔৎসুক্যরহিত হয়ে পড়ে নি। সংসারের শত কাজের মধ্যেও তাদের মন পরস্পরের সঙ্গ লাভের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতো, এত দিন পরেও তাদের সেই আগ্রহ এমন প্রবল হয়ে ছিলো যে পরের কাছে ত সেটা প্রকাশ করতে তারা লজ্জা অনুভব করতোই, তারা নিজের কাছেও লজ্জা পেতো। এখনও

তাদের চুরি করে' চাওয়া, ছল করে' কাছে আসা, অকারণে ঝগড়া করে' তখনই আবার নিজে সেধে ভাব করার অপর আনন্দের প্রলোভন একেবারে ঘুচে' যায় নি। যাকে আ ভালোবাসি, যার একটু স্পর্শ লাভের জন্য আমার সর্ব্বা উৎসুক হয়ে থাকে, অথচ সমাজবিধি যেখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে' দুজনকে পৃথক্ করে' রাখে, সেখানে সকলের অলক্ষিতে ঈষৎ একটু স্পর্শের সুযোগ মনকে যে আনন্দ-শিহরণে পুলকিত করে' তোলে, পলাশ আর ব্রততীর সেই আনন্দ যেন অক্ষয় হয়ে মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে। তাদের প্রণয়ের মাধুর্য্য সর্ব্বাবস্থায় চারুতা-মণ্ডিত ও নিত্যনবনবায়মান। ব্রততী পলাশকে ছেড়ে বাপের বাড়ীতে যেতে পারে না, কোনো কারণে দু-চার দিনের জন্য যেতে হলে চোখের জল গোপন করা তার দায় হয়; পলাশ রোগী দেখ্‌তে যেতে যেতে গাড়ীতে ব… ভাবে তার ষ্টেথেস্কোপের মতন ব্রততীকেও যদি পকেটে ভরে' নিয়ে আস্‌তে পারা যেতো; রোগীর পাশে বসে'ও তার মন পড়ে' থাকে ব্রততীর কাছে; একটি রোগী দেখে ফিরে এসে ব্রততীকে না দেখে সে দোস্‌রা রোগী দেখ্‌তে যেতে পার্‌তো না, এতে তার পসার তেমন জম্‌তে পার্‌ছিলো না। ছোট ছেলেকে মা যেমন চোখে চোখে আগ্‌লে রাখে, ব্রততী তেম্‌নি নিরলস স্নেহ দিয়ে নিজের স্বামীকে আগ্‌লে রাখ্‌তো; কোন্ খাদ্য কতটুকুন পর্য্য খেলে পলাশের হজম হবে ও অসুখ কর্‌বে না তার পাহারাদার ছিলো তার পত্নী ব্রততী; কোথাও নিমন্ত্রণ হলে ব্রততী বার বা…

করে' স্বামীকে সাবধান করে' দিতো কোন্ বস্তু কতটুকুন পর্য্যন্ত সে খাবে ; পলাশ সন্দেশ খেতে খুব ভালো বাস্তো, মিষ্টলোভী স্বামী বেশী মিষ্টান্ন খেয়ে পাছে অম্বল করে' বসে এই ভয়ে ব্রততীর অস্বস্তির অন্ত থাক্তো না। বন্ধুরা কেউ বেশী খেতে পীড়াপীড়ি কর্লে পলাশ কাতর হয়ে বলে—"না ভাই, আমার স্ত্রী বেশী খেতে বারণ করে' দিয়েছেন।" বন্ধুরা বলে—"আরে, তিনি তো দেখ্তে আস্ছেন না।" পলাশ বলে—"জিজ্ঞাসা কর্লে তো বল্তে হবে।" বন্ধুরা হেসে বলে—"আরে, আমাদের শাস্ত্রে বলে স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বল্লে দোষ নেই।" পলাশ বলে—"তা আমি পার্বো না ; তিনি যে আমার সব কথাকেই সত্য বলে' মনে করেন।" ব্রততীর সামান্য একটু অসুখ কর্লে পলাশের মনে হ'তো ব্রততী বোধ হয় আর বাঁচ্বে না, নিজে তো তার চিকিৎসা কর্তে পার্তোই না, সে শহরের সকল বড় ডাক্তারকে একত্র জড়ো করে' মহা হট্টগোল বাধিয়ে তুল্তো। পলাশের বন্ধুরা এই-সব কারণে তাকে স্ত্রৈণ বলে' ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, আর পলাশ বিষবৃক্ষের শ্রীশ আর কমলমণির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে' নিজের আচরণ সমর্থন করে। তার বন্ধুরা হেসে বলে—"শ্রীশ-বাবুকে তাঁর আপিসের লোকেরা স্ত্রৈণ বলেছিল বলে' তিনি তাদেরকে নিমন্ত্রণ করে' খাইয়েছিলেন ; শ্রীশ-বাবুর দৃষ্টান্ত তুমি পূরাপূরি মানো কই ?" পলাশ হেসে বলে—"শ্রীশ-বাবুকে তাঁর আপিসের লোকেরা একবার সুখ্যাতি করে' সুখাদ্য আদায় করেছিল ; কিন্তু তোমরা আমাকে যে-রকম অহরহ স্ত্রৈণ বলে'

সুখ্যাতি করো তাতে তোমাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা ক
হলে তোমাদের সব কটির আজীবনের ভরণ-পোষণের
আমাকেই নিতে হয়।” এই-রকম রঙ্গ-রসিকতার ভিতর দি
পলাশের দাম্পত্য-প্রণয়ের অসাধারণ বিশেষত্ব তার পরিচিতে
মধ্যে প্রবাদবাক্যে পরিণত হবার উপক্রম করেছিলো।

একদিন দুপুরবেলা পলাশ আর ব্রততী একসঙ্গে একখ
উপন্যাস পড়্‌ছিলো। তাতে এক জায়গায় লেখা ছিলো—প্রতে
মানুষেরই কিছু না কিছু গোপনীয় কথা থাকে যা সে কারো
কারো কাছ থেকে গোপন করতে বাধ্য হয়। এই কথা প
ব্রততী বল্‌লে—এ-কথা ঠিক নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি প্র
প্রণয় থাকে তাহলে তাদের কাছে পরস্পরের কিছুই গোপ
থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই দোষ ত্রুটি আ
সেই-সব মার্জ্জনা করে’ ভালো বাস্‌তে না পারলে ছদ্মবে
ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই।

এই কথা শুনে পলাশ বল্‌লে—তুমি ঠিক কথা বলেছে
স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের দণ্ডদাতা বিচারক হয় তা হলে ভয়ে ভ
ঘর করতে হয়, অনেক তুচ্ছ কথা যা প্রকাশ করে’ বল্‌লে তখ
হয়তো বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারতো, তা মনের মধ্যে পুষে রাখ
কেবল মাত্র গোপন রাখার জন্যেই অনাসৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠে

ব্রততী বল্‌লে—স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়ের মধ্যে Jealousy এ
জুটলে সেই সন্দেহের আওতায় সমস্ত ভালোবাসা একেবা
নষ্ট হয়ে যায়।

পলাশ বল্‌লে—সন্দেহের মতন অনাসৃষ্টি ঘটাতে মজ্‌বুত আর কিছু না; সন্দেহ তিলকে তাল করে' তোলে। সেই জন্যে মনে কোনো সন্দেহ হলে প্রকাশ করে' বলে' ফেলা ভালো, তাতে অনেক গণ্ডগোল পরিষ্কার হয়ে যায়।

ব্রততী বল্‌লে—এসো আজ থেকে একটা কাজ করা যাক; আমরা দুজনেই মনের কোনো ভাব গোপন করে' রাখ্‌বো না। ভালো-মন্দ যা-কিছু মনে হবে আমরা তা পরস্পরের নিকটে অকপটে স্বীকার কর্‌ব। এতে আমাদের দুজনেরই অনেক দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই-সব ত্রুটি ক্ষমা করে' আমরা যদি দুজনে দুজনকে ভালোবাস্‌তে পারি তাহলেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পলাশ হেসে বল্‌লে—এ এক নতুন খেলা, হবে মন্দ না। আজ থেকেই এই খেলা সুরু করা যাক।...আজ আমি একটি অসাধারণ রোগী দেখে এসেছি; কোথাকার মোহনপুরের জমিদারের বিধবা-স্ত্রী—এমন রূপসী আমি কখনো কোথাও দেখি নি—নূরজাহানের ছবির চেয়েও সুন্দরী! তাকে দেখেই আমার মনে হলো তুমি যদি অম্‌নি সুন্দরী হতে!...

ব্রততী একটু হেসে বল্‌লে—অর্থাৎ কিনা তোমার মনে হয়েছিলো এই সুন্দরীটি যদি আমার স্ত্রী হতো!...

পলাশ হেসে বল্‌লে—না, মানুষ বদল কর্‌তে আমি চাই নি, খোলস বদল কর্‌তে চেয়েছিলাম...

ব্রততী বল্‌লে—এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়; সুন্দর সুশ্রী চেহারা

দেখে মানুষের মনে বিস্ময় ও প্রশংসা উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক ; সেই বিস্ময় ও প্রশংসা যখনই স্বার্থপর হয়ে নিজের ভোগ্য-ব্যক্তির মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যকে স্থানান্তরিত করতে উৎসুক হয়ে উঠ্‌লো তখনই তার আসলের প্রতি আসক্তি ধরা পড়ে' গেছে···

পলাশ ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—তুমি যে মস্ত-বড় মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌ দেখ্‌ছি।

ব্রততী হেসে বল্‌লে—আরো মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবো দেখ্‌বে ?

পলাশ আমোদ ও কৌতুক অনুভব করে' বল্‌লে—আচ্ছা শুনি তো পণ্ডিত মশায়ের অনুমান-বিদ্যার বাহাদুরী !

ব্রততী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তে লাগ্‌লো—সেই সুন্দরীকে······

পলাশ বল্‌লে—সেই সুন্দরীর নামটিও সুন্দর, তার নাম উল্কা !

সুন্দরীর নাম শুনে অর্থপূর্ণ একটু হাসি হেসে ব্রততী বল্‌লে—সেই উল্কা যখন তোমার দৃষ্টি ধাঁধিয়ে মানস-আকাশের উপর দিয়ে কিরণ-রেখা টেনে দিলে, তখন সেই সঞ্চারিণী জ্যোতিঃ-শিখাকে স্বায়ত্ত করবার বাসনা তোমার মনের অন্তস্তলে জাগ্রত হয়েছিলো বলে'ই তোমার মনে হয়েছিলো এ যদি আমার হতো !...

পলাশ কি বল্‌তে যাচ্ছিল, ব্রততী তাকে বাধা দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো—দাঁড়াও, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। এই স্বার্থপর ইচ্ছা তোমার মনে যদি না হতো তাহলে তুমি আপনা হতে এসেই আমাকে সেই সুন্দরী উল্কার খবর দিতে। তার

কথা আমাকে বল্‌বে কি বল্‌বে না এই দোমনায় টাল্‌মাটাল করে' এর আগে আমাকে সেই খবর দিতে পারো নি। এখন যখন মনের কথা খুলে' বলার কথা হলো তখন তুমি ভরসা পেয়ে সেই কথাকে তোমার মনের গোপন-অন্তরাল থেকে প্রকাশ করতে পারলে...

ব্রততীর কথা শুনে পলাশ কেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচের অস্বস্তি অনুভব করতে লাগ্‌লো এবং সেই অস্বস্তি চাপা দেবার জন্যে উচ্চরবে হো হো করে' হেসে বল্‌লে—তোমার কল্পনা চমৎকার অঘটনঘটনপটীয়সী! এখন তোমার কল্পনা রেখে বইয়ের এই পরিচ্ছেদটা শেষ করো, আমাকে আবার রোগী দেখ্‌তে যেতে হবে।

ব্রততী মুচ্‌কি-হেসে বল্‌লে—কোন্‌ রোগী? সেই উল্কা নাকি?

পলাশ হেসে বল্‌লে—ভয় নেই, উল্কা একবারই দেখা দেয়, কোথাও স্থায়ী হয়ে থাকে না।

ব্রততী জিজ্ঞাসা করলে—উল্কার রোগটি কি? বুকের জ্বালা বুঝি?

পলাশ গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, হার্ট্‌-ডিজিজ্‌। তার হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বেশীদিন বাঁচ্‌বে না।

ব্রততী হঠাৎ বলে' ফেল্‌লে—ওরকম লোকের মরে' যাওয়াই ভালো।

পলাশ হেসে উঠে' বল্‌লে—কেন, এরই মধ্যে হিংসে হচ্ছে?

ব্রততী লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—না, হিংসের জন্যে আমি বলি নি; বিধবার বেঁচে থাকায় কেবলই দুঃখ, তাই বল্‌লাম।

পলাশকে আর কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে ব্রততী বই পড়্‌তে পড়্‌তে যেখানে থেমেছিলো সেখান থেকে আবার পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

*

* *

পরের দিন সকাল বেলা পলাশ-ডাক্তার গৃহে সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিতে দিতে ভাব্‌ছিলো আজ আবার উল্কাকে দেখ্‌তে যাবার ডাক আস্‌বে কি?

উল্কা সুন্দরী—অসাধারণ সুন্দরী—মনোরমা—চিত্তচমৎকারিণী! তাকে দেখে পলাশের মন মুগ্ধ হয়েছিলো; কিন্তু তাকে পুনর্দর্শনের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠ্‌বার মতন কোনো প্রভাব তার মনের উপরে পড়ে নি। কিন্তু ব্রততী রহস্য করে'ই হোক বা ভুল করে'ই হোক তার মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করেছিলো তাতে সে পলাশের মনে এই সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিলো যে বাস্তবিকই সে কি উল্কাকে পাবার জন্যে মনের কোথাও একটুও বাসনা গোপন করে' রেখেছিলো? ব্রততীর প্রত্যেকটি কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনেও এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে উঠ্‌ছিলো যে সে লালসা-পরবশ হয়েই উল্কাকে মনের মধ্যে স্থান দিয়েছে। সৌন্দর্য্যের ক্ষণিক মোহ সহজেই তার মন থেকে মুছে যেতে

পারতো, কিন্তু ব্রততী রঙ্গ করে' যে ভাব তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে সুপ্ত হয়ে ছিলো তাকে জাগ্রত করে' তুলে অনর্থক অনর্থের সূত্রপাত করে' দিয়েছে। পলাশের রোগী দেখায় মন বস্‌ছিলো না ; তার কেবলই উল্কার কথা মনে হচ্ছিলো, আবার পরক্ষণেই নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছিলো—ব্রততী যা বলেছে তা কি সত্যই সত্য ? বেলা যতই বেশী হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো উল্কার বাড়ী থেকে ডাক আস্‌বার সম্ভাবনা ততই কমে' আস্‌তে লাগ্‌লো ; এতে পলাশের মন একবার খুশী বোধ কর্‌ছিলো—যাক্‌, ও আপদ না আসাই ভালো। কিন্তু এই কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মন যেন একটা মহৎ ক্ষতির সম্ভাবনায় ক্ষুণ্ণ বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌ছিলো।

যখন প্রায় সব রোগী দেখা শেষ হয়ে এসেছে, পলাশ ডাকে বেরুবে বলে' উদ্‌যোগ কর্‌ছে, এমন সময় একজন লোক সেই ঘরে এসে পলাশকে নমস্কার কর্‌লে। পলাশ প্রতিনমস্কার করে' পকেটে ষ্টেথেস্কোপ গুঁজে রেখে ওয়েষ্ট-কোটে ঘড়ীর চেন লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার কি চাই ?

সেই লোকটি বল্‌লে—আমি মোহনপুরের জমিদারের বাড়ী থেকে আস্‌ছি ...

মোহনপুরের নাম শুনেই পলাশের মুগ্ধ হৃদয় প্রথমে আনন্দে নৃত্য করে' উঠ্‌লো, এবং পরক্ষণেই একটা কি অনিশ্চিত ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌লো। পলাশ শুষ্কমুখে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হ্যাঁ, কি খবর ?

আগন্তুক বল্‌লে—বারোটার সময় ডাক্তার সরকার আর

ব্রাউন আস্‌বেন। রাণী-মা আপনাকে সেই সময় থাকৃতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পলাশের প্রথমেই মনে হলো সে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে; কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো রোগীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা তাদের ব্যবসায়রীতিবিরুদ্ধ, তাতে আবার সে ডাক্তার সরকারের অনুগৃহীত। তার যাওয়াই উচিত। কিন্তু সে ব্রততীকে জিজ্ঞাসা করে' তবে যাবে, সে যদি বারণ করে তবে সে কিছুতেই যাবে না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়িয়ে সেই আগন্তুককে বল্‌লে—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি বল্‌ছি আমি যেতে পার্‌বো কি না। আপনি আমায় মাপ করবেন, আমি এখনি আস্‌ছি।

এই বলে' পলাশ বাড়ীর ভিতরে চলে' গেলো। পলাশ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দেখ্‌লে ব্রততী বারান্দার এক পাশে বঁটি পেতে বসে' মোচা খুব মিহি করে' কুচিয়ে কুচিয়ে এক কাঁশি জলের মধ্যে ফেল্‌ছে। ব্রততীকে দেখেই পলাশের মন লজ্জার সঙ্কোচে ভরে' উঠ্‌লো, সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌লো সে ব্রততীকে উল্কার বাড়ীতে যাবার কথা বল্‌বে কি না।

পলাশ প্রত্যহ ডাকে বেরুবার আগে ব্রততীকে একবার দেখে যায়। পলাশ প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সম্পাদন কর্‌তে এসেছে মনে করে' ব্রততী হাসিমাখা মুখ তুলে স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বেরুচ্ছ? আজ ক'টা ডাক আছে? ফির্‌তে কত দেরী হবে?

পলাশ প্রফুল্লতাশূন্য হাসি হেসে বল্‌লে—ডাক তেমন বেশী নেই, কিন্তু......

উল্কার বাড়ীতে গেলে তার ফির্‌তে দেরী হবে; উল্কার বাড়ীতে সে যাবেই কি না এই কথা স্থির কর্‌তে না পেরে স্ত্রীকে যে কি বল্‌বে তাও ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না।

ব্রততী স্বামীর অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করে' দিয়ে বল্‌লে—ফির্‌তে দেরী হবে? কোথাও কন্‌সাল্টেশান্ আছে বুঝি?

কন্‌সাল্টেশান্? আছে—উল্কার বাড়ীতে; কিন্তু তার আগে ডাক্তার নিজের বাড়ীতেই স্ত্রীর সঙ্গে কন্‌সাল্টেশান্ কর্‌তে চায়—উল্কার বাড়ীতে সে যাবে কি না এরই পরামর্শ সে স্ত্রীর কাছে চাইতে এসেছে। এই কথা সে স্ত্রীর কাছে ব্যক্ত কর্‌বে কি না নির্ণয় কর্‌বার জন্যে ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে ব্রততীর কথার পিঠে বলে' ফেল্‌লে—হ্যাঁ, কন্‌সাল্টেশান্ আছে আপাততঃ তোমার সঙ্গে।

ব্রততী কৌতুক অনুভব করে' বক্র হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কোন্ রোগীর কোন্ রোগ সম্বন্ধে কন্‌সাল্টেশান্?

পলাশের মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো; সে কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—উল্কার বাড়ী থেকে আবার ডাক এসেছে, সেখানে ডাক্তার সরকার আর ব্রাউনের কন্‌সাল্টেশান্ হবে, ডাক্তার সরকার আমাকে যেতে বলেছেন। আমি যাবো কি না তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি। তুমি যদি বারণ করো তবে...

ব্রততী খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠে' বল্‌লে—তুমি কি পাগল হয়েছো? ঠাট্টা করে' কি বলেছি তার জন্যে একেবারে অনুমতি প্রার্থনা! তুমি সেখানে নিশ্চয়ই যাবে।

পলাশের মনের উপর থেকে একটা দুর্ভাবনার বোঝা নেমে গেলো। সে উল্কার বাড়ীতে যাবার জন্যে উৎসুক হয়েই ছিলো, এখন ব্রততীর সম্মতিতে সে নিজের মনকে বোঝালে সে নিজে উৎসুক হয়ে যাচ্ছে না, রোগী দেখ্‌তে যেতে হয় বলে' যাচ্ছে, ব্রততী যেতে বল্‌লে বলে' যাচ্ছে। পলাশ খুশী হয়ে হেসে বল্‌লে—তোমার কথাতে যাচ্ছি, কিন্তু শেষে পণ্ডিত-মশায় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর্‌তে বসে' যেও না যেন।

ব্রততী কৌতুকভরা স্বরে বল্‌লে—তুমি ফিরে এসে মনের তত্ত্ব বল্‌লে তবে না আমি বিশ্লেষণ কর্‌বো।

পলাশ হাসিমুখে বল্‌লে—তা তো বল্‌বোই, মনের কথা খুলে' বল্‌তে আমরা দুজনেই তো সত্যবদ্ধ হয়েছি।···যাচ্ছি তবে।

ব্রততী চোখে মুখে লীলাভঙ্গীর সঙ্গে প্রীতি উছ্‌লে দিয়ে বল্‌লে—এসো।

*

*   *

পলাশ যখন উল্কার বাড়ীতে গিয়ে পৌছালো তখনো বারোটা বাজেনি, অপর ডাক্তারদের আস্‌তে তখনো দেরী আছে। পলাশ হয় তো উল্কার বাড়ীতে গিয়ে উল্কাকে দেখ্‌তে পাবার প্রচ্ছন্ন

আগ্রহেই একটু সকাল-সকাল সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে এসে যখন দেখ্‌লে ডাক্তারেরা কেউ আসেন নি, এবং আস্‌তে তখনো একটু দেরীও আছে, তখন তার কেমন একটা অস্পষ্ট লজ্জা বোধ হতে লাগ্‌লো, তার মনে এই আব্‌ছায়া আশঙ্কা হতে লাগ্‌লো যে উল্কার বাড়ীর সকল লোকেই তাকে বুঝি সন্দেহ কর্‌ছে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই একটি ছোট ছেলে এসে পলাশকে বল্‌লে—ডাক্তার-বাবু, আপনাকে পিসি-মা উপরে ডাক্‌ছেন।

পলাশের মুখ একেবারে রাঙা হয়ে উঠ্‌লো, তার বুক ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো; তার মনে হতে লাগ্‌লো তার এই হৃদয়ের শব্দ সেখানকার সব লোক শুন্‌তে পাচ্ছে।

একদিনের সুন্দরী-সন্দর্শনে তার মনে যে আনন্দ ও প্রশংসা উদ্রেক হয়েছিলো তা থেকে তার মনের এতখানি পরিবর্ত্তন হবার কথা নয়, কিন্তু ব্রততী তার মনের উপর অভাবিত ভাবের আরোপ করে' তাকে প্রতিপদে ভাবিয়ে তুল্‌তে আরম্ভ করেছে!

পলাশ উপরে গিয়ে যে ঘরে ঢুক্‌লো সেই বৃহৎ ঘরখানি ইউরোপীয় ড্রয়িং-রুমের ধরণে সাজানো—ঘরের দেয়াল আল্‌তা-রঙে রং করা, ঘরের মেঝে-জোড়া পারস্য দেশের লাল রঙের গালিচা পাতা, তার উপর আল্‌তা রঙের রেশমী কাপড়ের গদি-আঁটা দামী বেতের কাউচ্‌ সোফা চেয়ার ঘরের চারিদিকে পাতা আছে, ঘরের মধ্যস্থলে সোনালী রঙের মার্ব্বেল-পাথরের ছোট একটি টেবিলের উপর নক্‌সা-কাটা বেলোয়ারি-কাঁচের একটা বড়

ফুলদানীতে খুব বড় একটা বিবিধ মশুমী ফুলের তোড়া বসানো আছে, ঘরের চার কোণে চারটি কোণাচ তেপায়ার উপর ঢাকার আর কটকের তৈরী রূপার ফুলদানীতেও ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছে, ঘরের চার দেয়ালে জাপান ভারতবর্ষ আর ইউরোপের প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের আঁকা খান-কয়েক রঙীন ছবি, আর সেই-সব ছবির নীচে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফ্ টাঙানো আছে। বাহির থেকে ঘরে প্রবেশ কর্‌বার দরজার ঠিক উল্টো দিকে একখানি হেলানো-চেয়ারের উপর বসে' আছে মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য উল্কা; উল্কা বিধবা; তার বেশবাস সমস্তই সুশুভ্র—তার পরণে রূপালি জরির পাড় দেওয়া ঢাকাই মস্‌লিনের কাপড়, সেই কাপড়ের যে পাড় আছে তা সহসা জান্‌তে পারা যায় না, নড়া-চড়াতে জরির উপর আলো চিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌লেই তবে টের পাওয়া যায়; তার গায়ে আদ্দির কাপড়ের উপর চিকণের ও সূচের প্রচুর সাদা-কাজ-করা হাত-কাটা ব্লাউজ, ব্লাউজের হাতা বাহুর সঙ্গে একেবারে চোস্ত হয়ে অকুঞ্চিত ভাবে থাপে-থাপে লেগে আছে; তার পায়ে কটকের সাদা চাম্‌ড়ার উপর সাদা রেশমের ফুল-কাটা চটি জুতো; বাঁ হাতের অনামিকা আঙুলে খুব বড় কোমল হীরার একটি আংটি তার অঙ্গের একমাত্র অলঙ্কার। সুশুক্ল পরিচ্ছদের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিলো তার শঙ্খের মতন শুভ্র নিটোল গ্রীবা, শ্বেত-পদ্মের মতন কোমল কমনীয় মুখ আর মৃণালের ন্যায় ক্রম-পৃথুবর্ত্তুল হাত দুখানি; সে যেন সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী! তার শুভ্র বিদ্যুৎবর্ণ মুখের উপর নিবিড়-

কৃষ্ণ টানা ভ্রূ, দীর্ঘ পক্ষ্মজাল ও চক্ষুতারকা এবং মুখখানি বেষ্টন করে' কৃষ্ণ-কুঞ্চিত চূর্ণ-কুন্তল পরস্পরের বর্ণ-বৈষম্যে পরস্পরকে সুস্পষ্ট ও সুন্দরতর করে' তুলেছে।

পলাশ এই রূপের ফোয়ারার সাম্‌নে এসে তার দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌লো। উল্কা স্পষ্ট না হেসে কেবল হাসির আভার আভাসে মুখ উদ্ভাসিত করে' তুলে' লীলা-ভঙ্গীতে মাথা ঈষৎ নুইয়ে নমস্কারের ইঙ্গিত করে' মনোহরণ মধুর সুরে বল্‌লে—বসুন।

বশীকরণ-মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় পলাশ উল্কার একটি বাক্যের আঘাতে অবশ হয়ে কোনো বিচার বিবেচনা কর্‌তে না পেরে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলো সেইখানকারই একটা চেয়ারের উপর ঝুপ্‌ করে' বসে' পড়্‌লো। বসে'ই তার মনে হলো এই রূপবহ্নির সম্মুখে এক ঘরে একলা সে—অম্‌নি তার মনে পড়ে' গেলো কালিদাসের একটি শ্লোকের একটি চরণ—পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু! এই শ্লোক-পঙ্‌ক্তিটি মনে পড়্‌তেই তার মুখ আবার লাল হয়ে উঠ্‌লো, বুক আবার ধক্‌ধক্ কর্‌তে লাগ্‌লো।

ক্ষণকাল দুজনেই নির্ব্বাক্। নিমেষের নিস্তব্ধতা পলাশের কাছে প্রলয়ান্তকালের নিঃশব্দ শূন্যতার ন্যায় প্রতীয়মান হতে লাগ্‌লো। এই সু-দুঃসহ নিস্তব্ধতা থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করে' পলাশ কোনো-মতে মৃদুস্বরে উচ্চারণ কর্‌লে—অন্য ডাক্তারেরা তো এখনও আসেন নি।

উল্কা শুধু বল্‌লে—না।

না তা তো পলাশও জানে, সে তো দেখ্‌তেই পাচ্ছে যে ডাক্তারেরা আসেন নি ; তবু সে যে এই কথা বলেছিলো তার উদ্দেশ্য উল্কার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হওয়া ; কিন্তু উল্কার এক কথার উত্তরে সে উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলো না। তখন পলাশ আবার প্রশ্ন করলে— আপনি কেমন আছেন ?

উল্কা হেসে বল্‌লে—আমি ত ভালোই থাকি, আপনারাই বল্‌ছেন যে আমি ভালো নই।

উল্কার মুখে ও কি হাসি, না শাণিত ছুরীর উপর প্রদীপ্ত আলোকের ঝলক ? পলাশ স্তম্ভিত হয়ে একেবারে বাক্যহারা হয়ে গেলো।

পলাশকে অব্যাহতি দিয়ে বাড়ীর সাম্‌নে বেজে উঠ্‌লো মোটর-গাড়ীর ভেঁপু আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে শুভ্র-চাপ্‌কান-ও-পাগড়ি-পরা একজন খান্‌সামা এসে খবর দিলে—ডাগ্‌দর্‌ সাহেব এসেছেন।

পলাশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো এবং বেশী দূর অগ্রসর না হতেই দেখ্‌লে ডাক্তার সরকার আর ব্রাউন দুজনেই আস্‌ছেন।

ডাক্তারদের অভ্যর্থনা করে' পলাশ ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো।

ডাক্তারেরা রোগিণীকে অভিবাদন করে' পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। ডাক্তারেরা হৃদয়-যন্ত্র পরীক্ষা করবেন বলে' উল্কা যখন তুষার-ক্ষেত্রের মতন শুভ্র বক্ষতট উদ্‌ঘাটিত করে' দিলে তখন পলাশের সর্ব্বাঙ্গে রক্তপ্রবাহ ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগ্‌লো।

ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে' বল্‌লেন—এখন কিছুদিন প্রত্যহ বক্ষ পরীক্ষা কর্‌তে হবে। আমাদের প্রত্যহ আস্‌বার দরকার নেই; পলাশ-বাবু প্রত্যহ পরীক্ষা করে' রিপোর্ট্‌ লিখে রাখ্‌বেন, আর হপ্তায় হপ্তায় আমাদের সেই রিপোর্ট্‌ দেখিয়ে আন্‌লেই হবে; হপ্তার মাঝে যদি কোনো বিশেষ ঘটনা আমাদের জানানো উচিত বিবেচনা করেন তাহলে তা'ও জানাবেন।

ডাক্তার সরকার বল্‌লেন—পলাশ-বাবুকে যখন রোজই আস্‌তে হবে, তখন তাঁকে রোজ রোজ ভিজিট্‌ না দিয়ে একটা মাস-মাইনে ঠিক করে' দিলেই হবে।

উল্কা জামার বুকের বোতাম লাগাতে লাগাতে মৃদু হেসে ঘাড় ঈষৎ নেড়ে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালে।

পলাশের হৃদয় থেকে এক ঝলক্‌ রক্ত তার মগজে চড়ে' গেলো। তাকে রোজ এসে উল্কার হৃদয় পরীক্ষা কর্‌তে হবে! তার প্রথমেই মনে হলো এই কর্ম্ম সে অস্বীকার কর্‌বে, কিন্তু অপর ডাক্তারদের সম্মুখে তার ব্যবসায়-বিরুদ্ধ কথা বল্‌তে মুখে আট্‌কে গেলো এবং মাসিক একটা বাঁধা আয় প্রত্যাখ্যান কর্‌তেও তার মন দ্বিধান্বিত হয়ে উঠ্‌লো। পলাশ চুপ করে' থাকাতেই সকলে স্থির করে' নিলে পলাশ প্রত্যহ নিয়মিত উল্কার বক্ষ পরীক্ষা কর্‌তে আস্‌বে।



পলাশ গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বাড়ী ফিরে এলো। পোশাক

ছাড়তে ছাড়তে সে কেবলই ভাব্ছিলো উল্কার কথা। রোজ সে রোগী দেখে ফিরে এসেই ব্রততীর সঙ্গে আগে দেখা করে, তার পরে পোশাক ছাড়ে; আজ সে নিজেকে অপরাধী মনে করে' ব্রততীর সাম্নে যেতে সঙ্কোচ বোধ কর্ছিলো। পলাশের ফিরে আসার সাড়া পেয়েই ব্রততী পলাশের ঘরে এসে হাসিমুখে বল্লে—আজ ফির্তে যে অনেক বেলা হয়ে গেলো! দেড়টা বাজে……

পলাশ ব্রততীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে মাথা গলিয়ে শার্ট খুলে' কাঠের আল্নায় রাখ্তে রাখ্তে বল্লে—হ্যাঁ, আমি চট্ করে' নেয়ে আসি, তুমি ভাত বাড়ো গে, আমাকে এখনি আবার বেরুতে হবে, সতুর কলেরা হয়েছে……

ব্রততী ব্যথিত উৎকণ্ঠার স্বরে বলে' উঠ্ল—সতু-বাবুর কলেরা হয়েছে?

পলাশ শুধু হ্যাঁ বলে'ই তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে চলে' গেলো। ব্রততী মনে কর্লে তার স্বামী বন্ধুর পীড়ার উদ্বেগেই বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে আছে—সত্যেন্দ্র পলাশের বন্ধু।

পলাশ স্নানের ঘরে দরজা বন্ধ করে' ঘটীর পর ঘটী জল তুলে' মাথায় ঢাল্তে ঢাল্তে মাথা ঠাণ্ডা করে' ভাব্বার চেষ্টা কর্ছিল উল্কার প্রসঙ্গ সে কেমন করে' ব্রততীর কাছে উত্থাপন কর্বে এবং সে উল্কার নিত্য-পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ কর্বে কি না। স্নানের ঘরে অনেকক্ষণ বিলম্ব করে' অনেক ঘটী জল মাথায় ঢেলেও পলাশ মাথা ঠাণ্ডা করে' মতি স্থির

করতে পারলে না। অবশেষে যখন ব্রততী এসে তাকে অনুযোগের স্বরে ডেকে বললে—আমাকে ভাত বাড়তে বলে' এসে কতক্ষণ ধরে' নাইছো, ভাত যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেলো…" তখন পলাশ হতাশার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে' দিয়ে বললে—এই হয়েছে, চলো যাচ্ছি।

পলাশ এসে খেতে বসলো। কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়ার পর হঠাৎ মুখ তুলে' পলাশ বললে—উল্কারাণীকে রোজ পরীক্ষা করা দরকার……

ব্রততী এতক্ষণে বুঝতে পারলে তার স্বামীর মন কিসের চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে; সে স্বামীর সঙ্কোচ কাটিয়ে দেবার জন্যে কোমল স্বরে বললে—আহা! বেচারার এমন অসুখ!

স্ত্রীর সহানুভূতিতে সাহস পেয়ে পলাশ বললে—ডাক্তারেরা আমাকেই মাস-মাইনেতে এই ভার নিতে বলছেন……

ব্রততী কণ্ঠস্বরে উৎসাহ ঢেলে বললে—সে ত খুব ভালোই! —মাসে একটা বাঁধা আয় দাঁড়িয়ে যাবে!—মাইনে কত করে' দেবে?

পলাশ মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বললে—আমার ফি রোজ আট টাকা হিসাবে ত্রিশ দিনের মাসে দু শ চল্লিশ টাকা হয়, একত্রিশ দিনে মাস হলে দু শ আট-চল্লিশ টাকা হয়;—ওরা আমাকে থোক আড়াই-শ টাকা করে' দেবে, কোনো কোনো দিন দিনে দু-তিনবারও যেতে হতে পারে, কোনো দিন

বা রাত্রেও যেতে হতে পারে, তার জন্যে ওরা আর বেশী ফি দেবে না ……

ব্রততী উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌লে—এ ত খুব ভালো হয়েছে!

পলাশ বল্‌লে—আমি এ কাজ নেবো না ভাব্‌ছি।

ব্রততী বিস্ময়ের ভাণ করে' বল্‌লে—কেন?

পলাশ বল্‌লে—তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেই আমার সন্দেহ হয় তার জন্যে আমার মনে লোলুপতা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তুমি যে বলেছো তা কি সত্যি।

ব্রততী হেসে উঠে' বল্‌লে—তুমি কি পাগল হয়েছো না কি? আমি ঠাট্টা করে' একটা কি কথা বলেছি তাকে মনের মধ্যে তোলপাড় করে' ছায়া দেখে মিছামিছি ভূতের ভয় পাচ্ছো।

পলাশের মন থেকে একটা যেন ভার নেমে গেলো; স্ত্রীর কথায় তার মনের সন্দেহ তাকে ত পীড়া দিচ্ছিলই, তার উপর তার দুর্ভাবনা হয়েছিলো স্ত্রী পাছে ঈর্ষান্বিতা হয়ে ওঠে; এই দুই কারণে সে উল্কার কাছে না যেতেই চাইছিলো, কিন্তু অন্যদিকে আবার উল্কার মোহ তাকে আকর্ষণ কর্‌ছিলো; এই দোটানার মধ্যে পড়ে' পলাশের মন দোল খাচ্ছিলো; এখন স্ত্রীর কথায় তার নিজের প্রবলতর ইচ্ছাটাই সমর্থিত হওয়াতে সে মনে মনে আনন্দিত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লো। সে বল্‌লে—তা হলে তুমি কি আমাকে এই কাজ নিতে বলো?

ব্রততী কথায় জোর দিয়ে বল্‌লে—নিশ্চয়, নেবে বই কি।

পলাশ খুশী হয়ে বল্‌লে—মাস-কাবারে থোকে আড়াইশো

টাকা পেলে সেই টাকা দিয়ে তোমায় এক জোড়া ব্রেস্‌লেট্‌ কিনে দেবো।

স্বামীর এই কথা শুনে ব্রততীর মনে যে কথাটা উদয় হলো তা ব্যক্ত করে' বল্‌বে কি না ভাব্‌তে গিয়েই তার মনে পড়্‌লো তারা তো কোনো কথাই গোপন কর্‌বে না স্থির করেছে,—তাই সে বলে' ফেল্‌লে—উল্কার কাছে নিত্য যেতে পাওয়ার খুশীর বক্‌শিশ!

পলাশের মন স্ত্রীর কথায় প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে পরক্ষণেই স্ত্রীর ব্যঙ্গের খোঁটা খেয়ে আবার অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল, এবং ব্রততীর কথার মধ্যে সত্যের আওয়াজ বাজ্‌ল বলে' পলাশের মন স্ত্রীর উপর বিরক্ত হয়ে গেলো। সে তাড়াতাড়ি জলের গেলাস তুলে' জল খেতে খেতে শুধু বল্‌লে—হুঁ।

ব্রততীর মুখের উপর দিয়ে কুটিল হাসির ঈষৎ আভাস খেলা করে' গেলো।

*

*   *

পরদিন পলাশ অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল-সকাল রোগী দেখ্‌তে বেরুলো। সকাল থেকেই তার মন উল্কার বাড়ীতে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিলো; কিন্তু তার এই মনের ব্যগ্রতা স্পষ্ট করে' নিজের কাছে প্রকাশ কর্‌লেই সর্ত্ত অনুসারে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ কর্‌তে হবে এই ভয়ে সে নিজের কাছেও মনের প্রকৃত অবস্থা স্বীকার কর্‌তে চাইছিলো না। উল্কার বাড়ীতে

যাবার জন্যে তার যে কিছুমাত্র তাড়া বা তাগাদা নেই এই কথা নিজের কাছেই প্রমাণ কর্‌বার জন্যে সে প্রথমেই উল্কার বাড়ীতে না গিয়ে অন্য রোগী দেখ্‌তে গেলো। দু-তিন বাড়ী ঘুরেই তার মন এমন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো যে সে উল্কার বাড়ীতে না গিয়ে অন্য বাড়ীতে আর কিছুতেই যেতে পার্‌লো না। যখন নিজেকে আর কিছুতেই প্রতারণা কর্‌বার উপায় রইলো না তখনও সে নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিলো যে সে তো আগে তিন বাড়ীর রোগী দেখে তার পর উল্কাকে দেখ্‌তে যাচ্ছে; আর তার কাছে নিত্য একবার তো যেতেই হবে, তবে আর আগে পিছেতে তফাৎ কি?

পলাশ উল্কার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হতেই একজন চাকর তাকে একেবারে উপরে নিয়ে গেলো। পলাশ উল্কার বস্‌বার ঘরে ঢুকে' দেখ্‌লে সর্ব্বশুক্লা উল্কা কাল্‌কের মতনই একখানা হেলানো-চেয়ারে সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে বসে' আছে। পলাশ নীরবে নমস্কার করে' দাঁড়ালো। উল্কা প্রতিনমস্কার করে' বল্‌লে—আসুন, বসুন।

পলাশ একখানা চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেমন আছেন?

উল্কা হেসে উত্তর দিলে—এ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, এ প্রশ্নের উত্তর তো আপনাকেই দিতে হবে।

পলাশ উঠে' দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—তা হলে হাতটা একবার দেখ্‌তে হয়।

উল্কা বাঁ-হাতখানি তুলে' অগ্রসর করে' ধর্‌লে।

পলাশ উল্কার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পাশের একখানা চেয়ারে বসে' ডান হাতে উল্কার মণিবন্ধ ধরে' নাড়ী দেখ্‌তে লাগ্‌লো এবং বাঁ হাতের উপর উল্কার কনুইটা রেখে উল্কার প্রলম্বিত হাতকে একটা অবলম্বন ও আশ্রয় দিলে। পলাশের হাত থর্‌থর্‌ করে' কেঁপে উঠ্‌ল, এবং ডাক্তারের ধমনীতে রক্ত এমন উষ্ণ হয়ে খরবেগে প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো যে সে রোগীর নাড়ীর গতিবিধি নিজের কম্পিত-অঙ্গুলির তলে ভালো করে' অনুভব কর্‌তেই পার্‌লো না। নিজের অবস্থার শোচনীয়তা ঢাকা দেবার জন্যে পলাশ বল্‌লে—আপনার নাড়ীর অবস্থা তো আজ খুব ভালো! আগে নাড়ীর দুবার স্পন্দনের পরই একবার স্পন্দন হ'তো না; আজ দেখ্‌ছি অনেকক্ষণ পরে পরে স্পন্দন এক-একবার মৃদু হচ্ছে, আগের মতন একেবারে স্থগিত হয়ে থাক্‌ছে না·· ···

উল্কার মৌন মুখে খুশীর ক্ষীণ হাসি ফুটে' উঠ্‌লো।

এইবার উল্কার বক্ষ পরীক্ষা কর্‌তে হবে। এই কথা মনে হতেই পলাশ পলাশ-ফুলের মতনই রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। যে কথা মনে কর্‌তেই তার এই অবস্থা, সেই কথা সে মুখে উচ্চারণ করে' বল্‌বে কেমন করে'? সে একটু ইতস্ততঃ করে' ভেবে দেখ্‌লে মুখে সে অমন কথা কিছুতেই উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌বে না, তার কণ্ঠনালি চেপে বুজে' আস্‌ছে, তার স্বর কেঁপে উঠ্‌বে বলে' ভয় হচ্ছে। তখন সে পকেট থেকে ষ্টেথেস্কোপ বার করে' তার নলের দুই প্রান্ত কানের ফুটোর মধ্যে সন্নিবেশিত

কর্‌তে প্রবৃত্ত হলো। এই প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত উপলব্ধি করে' উল্কা মুখ গম্ভীর করে' জামার বোতাম খুল্‌তে লাগ্‌লো।

উল্কার বক্ষতট অনাবৃত হয়ে যেতেই পলাশের দুই চক্ষু বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। সে নিজের মুখভাব উল্কার কাছ থেকে গোপন কর্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি উল্কার বুকের উপর ঝুঁকে' পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলো। তার মুখ উল্কার মুখের কাছে নুয়ে' পড়েছে, ষ্টেথেস্কোপের মুখ ধরে' তার হাত উল্কার বুকের উপর দিয়ে সঞ্চরণ করে' ফির্‌ছে, এই ব্যাপার সম্বন্ধে তার মন সজ্ঞান হয়ে উঠ্‌তেই পলাশের মুখ রাঙা, কান গরম, নিশ্বাস ঘন এবং হাত ও হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠ্‌লো। পলাশ চকিত দৃষ্টিতে একবার উল্কার মুখের দিকে তাকালো এবং তার মনে হলো উল্কা যেন ঈষৎ একটু মুচ্‌কি হাস্‌লে। উল্কার মুখে হাসি কল্পনা করে' পলাশের মনে হলো উল্কা তার ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে' মনে মনে হাস্‌ছে। এই কথা মনে হতেই ডাক্তারের নিজের বুকের অবস্থা যেরকম সাংঘাতিক খারাপ হয়ে উঠ্‌লো তাতে তার রোগীর বুক পরীক্ষা করার আর কোনো ক্ষমতাই অবশিষ্ট রইলো না।

পলাশ তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কান থেকে ষ্টেথেস্কোপ্ খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—আপনার হার্টের অবস্থাও আজ ঢের ভালো······ওষুধে আপনার খুব উপকার হয়েছে।

উল্কা জামার বোতাম দিতে দিতে হাসিমুখে বল্‌লে—তা হবে।

উল্কার মুখে আবার হাসি! পলাশের মনে হলো উল্কা তার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরে তাকে বিদ্রূপ কর্‌ছে। পলাশের মনে হলো সে উল্কার সাম্‌নে থেকে পালিয়ে নিজের অপ্রতিভ অবস্থা গোপন কর্‌তে পার্‌লে বাঁচে। পলাশ তাড়াতাড়ি নমস্কার করে' বল্‌লে—তা হলে আজ আমি আসি।

উল্কা প্রতিনমস্কার করে' বল্‌লে—আসুন।

পলাশ মোটরে গিয়ে উঠ্‌লো, মোটর অন্য রোগীর বাড়ীর দিকে ছুট্‌লো। গাড়ী উল্কার বাড়ী থেকে যতই দূরে চলে' যেতে লাগ্‌লো পলাশের ততই মনে হতে লাগ্‌লো এত তাড়াতাড়ি চলে' না এলেই হতো—আবার সেই কাল এম্‌নি সময়ের—চব্বিশ ঘণ্টার—আগে উল্কাকে দেখ্‌তে পাবার আর কোনো সম্ভাবনা রইলো না! উল্কাকে দেখ্‌বার লোভ পলাশের মনে জাগ্‌তেই তার মন সেই ভাবটাকে চাপা দেবার জন্য বলে' উঠ্‌লো—কী অপূর্ব্ব সুন্দরী! A thing of beauty is joy for ever!" এই বলে' সে নিজেকে প্রতারণা কর্‌তে চাইলে যে সে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর ভক্ত উপাসক মাত্র। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো—উল্কার অসুখ যদি বাড়ে, তা হলে আজকেই আবার আমাকে ডাক্‌তে পারে। পরের পীড়া বৃদ্ধির কামনা মনে উদয় হবা মাত্রই সে আবার নিজেকে প্রতারণা করে' ভৎর্সনা কর্‌লে—চিকিৎসা ব্রত ব্যবসা হয়ে উঠ্‌লেই মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়, পরের পীড়া বৃদ্ধিতে নিজের দু-পয়সা লাভের প্রত্যাশা মনকে হীন করে' ফেলে। অভ্যাস-বশে আমি ভুলে' গিয়েছিলাম যে এখানে যতবারই ডাকুক

আমি ফি একবারের বেশী পাবো না। অতএব এমন রোগীর ভালো থাকাই ভালো, তাতে আমার টানা-পোড়েন করার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না।

পলাশ সমস্ত রোগী দেখা শেষ করে' বাড়ীতে ফিরে গিয়েই ব্রততীর সঙ্গে দেখা করে' বল্‌লে—উল্কার বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

স্বামীর এই অকস্মাৎ উক্তি শুনে' ব্রততী অপ্রতিভ হয়ে পড়্‌লো, তার মনের উপর দিয়ে এই কথা বিদ্যুৎ-চমকের মতন ভেসে গেলো যে তার স্বামী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কথায় মনে আঘাত পেয়েছে বলে'ই তার মনে বারম্বার সেই কথাটা ফিরে ফিরে আস্‌ছে এবং উল্কাকে জড়িয়েই আত্মপ্রকাশ কর্‌ছে। স্বামীর মনের এই ক্ষোভ ভুলিয়ে দেবার জন্যে সে বল্‌লে—তা তো এখন রোজই যেতে হবে···

পলাশ বল্‌লে—কিন্তু তার সাম্‌নে গেলে আমার মনে হয় যেন আমারই হার্ট-ডিজিজ্‌ হয়েছে···

ব্রততী পলাশের কথার প্রকৃত অর্থকে আমল না দিয়ে বল্‌লে—সৌন্দর্য্যের সাম্‌নে গেলে মনের মধ্যে সম্ভ্রম উদ্রেক হওয়া তো স্বাভাবিক।

পলাশ অপরাধীর ভাবে স্খলিত বচনে বল্‌লে—কিন্তু আমার এক-এক সময় মনে হয় তোমার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ হয় তো বা ঠিক।

ব্রততীর বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো। সে চেষ্টা করে' মুখে হাসি ফুটিয়ে বল্‌লে—তুমি নেহাৎ ক্ষেপা! ঠাট্টাটাকে সত্যি ভেবে ভয় পাচ্ছো!

পলাশ কাতর স্বরে বল্‌লে—ভয় নিতান্তই মিথ্যা নয় ব্রততী!

ব্রততীর মুখ শুকিয়ে গেলো; তবু সে মুখে হাসি টেনে এনে বল্‌লে—ভয় সত্য হওয়াও স্বাভাবিক—সে সুন্দরী যুবতী আর তুমি যুবা-পুরুষ। সুন্দরীর প্রতি পুরুষের মন আকৃষ্ট হওয়া কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়।

পলাশ কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—কিন্তু......

ব্রততী বল্‌লে—এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই। তুমি বলিষ্ঠচরিত্র, তুমি আমাকে ভালোবাসো, উল্কাও ভদ্রঘরের বিধবা, এ অবস্থায় কোনো আশঙ্কার কথা মনে আসাই অন্যায়।

পলাশ আবার কি বল্‌তে যাচ্ছিল। তাকে সেই কথা বল্‌তে না দিয়ে ব্রততী বললে—তুমি স্নান করো গে, অনেক বেলা হয়েছে, ভাত জুড়িয়ে যাবে।

পলাশ উন্মনা হয়ে সেখান থেকে চলে' গেলো।

*

*

পলাশ প্রত্যহ উল্কার বাড়ীতে উল্কার বক্ষ পরীক্ষা কর্‌তে যায়, এবং সেই যাবার সময়টির প্রতীক্ষায় তার দিবা-রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার তেইশটি ঘণ্টা উন্মুখ হয়ে থাকে; উল্কার বাড়ী থেকে চলে' আসার পরই পলাশের মন প্রতি মিনিট গুণ্‌তে থাকে আবার সেই কা—ল কখন যাবার সময় আস্‌বে। রোগীর বক্ষ

পরীক্ষা কর্‌বার সময় ডাক্তারের নিজের বক্ষ যে-রকম গুরু তালে স্পন্দিত হতে থাকে তাতে ডাক্তারের সন্দেহ হয় তারও বা হৃদয়ের পীড়া উপস্থিত হচ্ছে।

পলাশ ব্রততীর কাছে আর নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে' বল্‌তে পারে না, তার কেমন সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু সে নিজের মনকে এই বলে' কৈফিয়ৎ দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চায় যে নিত্যকার রোগী দেখার কথা ব্রততীকে আর কি বল্‌বো? এক-একটি রোগী সম্বন্ধে ডাক্তারের বিশেষ আগ্রহ হয়ে থাকে, তার কথাও বিশেষ করে' কাউকে বলার কোনো হেতু নেই। উল্কার বাড়ীতে যাবার জন্যে তার যে বিশেষ আগ্রহ হয় সে-কথা তো সে একদিন ব্রততীকে জানিয়েই রেখেছে, এক কথা বারবার বলারও কোনো সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

এই-রকম আত্ম-প্রবঞ্চনা করে' আর ব্রততীর কাছ থেকে মনের অবস্থা গোপন রেখে এক মাস কেটে গেলো। মাসকাবারে পরের মাসের পয়লা তারিখে পলাশ যখন উল্কাকে পরীক্ষা করে' অনিচ্ছাতেই বিদায় নেবার জন্যে নিজের দেহটাকে জোর করে' টেনে তুলে উঠে দাঁড়ালো, তখন উল্কা তার টেবিলের উপরকার রূপার ছোট ঘণ্টাটি বাজিয়ে দরজার দিকে তাকালো। একজন খান্‌সামা দরজার কাছে এসে দেখা দিতেই উল্কা তাকে বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবুকে বলোগে, ডাক্তার-বাবু যাচ্ছেন।

এই কথা শুনেই খান্‌সামা চলে' গেলো। এই উক্তির যে কি অর্থ তা না বুঝে পলাশ একবার উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উল্কার

মুখের দিকে চেয়ে কোনো উত্তর না পেয়ে কৌতূহলী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেলো।

পলাশ যখন গিয়ে তার মোটরে উঠ্‌বে বলে' পা-দানে পা দিয়ে দরজার ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়েছে, তখন উল্কার ম্যানেজার স্থূল দেহ নিয়ে দ্রুতপদে এসে পিছন থেকে ডেকে বল্‌লে—ডাক্তার-বাবু, আপনার দক্ষিণাটা......

পলাশ গাড়ীর দরজার ভিতর থেকে মাথা টেনে বার করে' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখ্‌লে ম্যানেজার একতাড়া আন্‌কোরা নূতন নোট হাতে করে' তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে। পলাশ গাড়ীর পা-দান থেকে পা নামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—ওর জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন? ও এখন থাক। আমি আমার পুরস্কার সম্বন্ধে এক সময় রাণীকে বল্‌বো।

ম্যানেজার বল্‌লে—রাণী-মাই আপনাকে এই টাকা দিতে বলেছিলেন।

পলাশ মোটরের মধ্যে চড়ে' বসে' বল্‌লে—হ্যাঁ তা জানি; কিন্তু আমি পরে কোনোদিন তাঁকে আমার প্রার্থনা জানাবো।

পলাশের মোটর অন্য রোগীর বাড়ীর উদ্দেশে ছুটে চল্‌লো। পলাশ বসে' বসে' ভাব্‌তে লাগ্‌লো—তুচ্ছ আড়ইশোটা টাকা নিয়ে কি হবে? রাণী যে, সে রাণীর মতন যদি যাচকের প্রার্থনা পূরণ না করে তবে ঐ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য নিয়ে কি ফল? যে-রকম যত্ন করে' আমি তাঁকে দেখি তাতে বিশেষ রকম পুরস্কার আমাকে তাঁর দেওয়া উচিত।......উল্কাকে দেখে, তাঁর কাছে

থেকে আমি যে দুঃখভরা সুখ লাভ করি সেই তো আমার এক পুরস্কার—এ আনন্দ তো টাকায় কিন্‌তে পাওয়া যায় না। টাকা তো অনেক রোগীর কাছে পাই; এ রোগীর কাছ থেকে যে আনন্দ লাভ করি তা তো দুর্লভ।···না, আমার লোভ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, আমি আর এ বাড়ীতে আস্‌বো না। আমি কাল এসে এঁকে বলে' বিদায় নিয়ে যাবো।···

এমনি কতরকম বিরুদ্ধ চিন্তায় পলাশের মন ভরে' গিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌লো। সে দায়-সারা গোছে অপর রোগীদের দেখে বাড়ী ফিরে গেলো।

বাড়ী গিয়ে সে নিত্য যেমন তার দর্শনীর টাকাগুলি ব্রততীর হাতে সঁপে দেয়, আজও তেমনি পকেট থেকে টাকা বার করে' করে' ব্রততীর সাম্‌নে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে—উল্কা-রাণীর ম্যানেজার মাইনে দিতে এসেছিলো, আমি নিই নি।

এই কথা বলে' পলাশ আর পত্নীর মুখের দিকে তাকাতে পার্‌লে না, মাথা নীচু করে' পকেট থেকে খুঁজে খুঁজে টাকা বার কর্‌তে লাগ্‌লো।

ব্রততী স্বামীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন?

পলাশের মুখ পলাশ-ফুলের মতন রাঙা হয়ে উঠ্‌লো, সে একটা ঢোক গিলে মুখ না তুলেই বল্‌লে—রাণীর চিকিৎসা করে' সামান্য মাইনে নেবো? একটা ভালো রকম কিছু পুরস্কার চাইবো।

ব্রততী কৌতুকভরা হাসি ঠোঁটের কোণে টিপে ধরে' বল্‌লে —কি পুরস্কার চাইবে? স্বয়ং উল্কা-রাণীকেই নাকি?

পলাশের মনের মধ্যে যে বাসনাটা প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিলো, যা তার নিজের কাছেও আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠা ও লজ্জা অনুভব করছিলো, সেই গোপন বাসনাকে ব্রততী যখন উদ্‌ঘাটিত করে' তার সাম্‌নে প্রকাশ করে' ধর্‌লে তখন পলাশ তার ভয়ঙ্কর লোভনীয়তা দেখে চম্‌কে উঠ্‌লো। সে গম্ভীর হয়ে থম্‌থমে মুখ তুলে নির্দ্দোষীর প্রতি অন্যায় সন্দেহ করায় ব্যথিত নিরীহের ভাব ধারণ করে' ব্রততীকে বল্‌লে—তুমি যখন পদে পদে আমাকে সন্দেহ কর্‌ছো, তখন এ কাজ আমি আর কর্‌বো না, কালই আমি তাঁদের বলে'......

ব্রততী ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠ্‌লো—তুমি পাগল হলে দেখ্‌ছি। উল্কাকে নিয়ে তোমাকে একটু ঠাট্টা কর্‌বারও জো নেই। লোকের সত্য যেখানে গোপন থাকে, সেখানে খোঁচা খেলে লোকে চটে; তুমি শুধু-শুধু চট্‌ছো কেন বলো তো?

এ কথার পর পলাশ একেবারে চুপ করে' গেলো। সে তো আপনার অন্তরে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে যে ব্রততীর কথা কতখানি সত্য—সে নিজের অন্তরের অন্তরালে একটি অস্বীকৃত সত্য গোপন করে' রেখেছে বলে'ই সেখানে ব্রততী খোঁচা দিলে সে অস্বস্তি অনুভব করে।

ব্রততী বাস্তবিক সন্দেহ করেছিলো যে পলাশের মনে উল্কা সম্বন্ধে একটু দুর্ব্বলতা গোপন আছে, তাই সে ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে তাকে উদাহরণ দেবার ছলে অপরের প্রসঙ্গে নিজের সন্দেহটা জানিয়ে দিলে। কিন্তু স্বামী বিরক্ত ও দুঃখিত হচ্ছে দেখে

270

সে প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে' বল্‌তে পার্‌লে না। এবং পলাশও নিজেকে স্ত্রীর কাছে অপরাধী বিবেচনা কর্‌ছিলো বলে' নিজের মনের কথা প্রকাশ কর্‌তে ভয় ও লজ্জা অনুভব কর্‌ছিলো।

পলাশ চুপ করে' যাওয়াতে ব্রততীও সে প্রসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে—তুমি আর দেরী কোরো না, নাইতে যাও, আমি টাকাগুলো তুলে রেখে আসি।

ব্রততী সেখান থেকে চলে' গেলো। স্ত্রীর দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পেয়ে পলাশ যেন আরাম অনুভব কর্‌লে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে লজ্জা ও দুঃখও অনুভব কর্‌লে—হায়! এ কী হচ্ছে? যে ব্রততী ছিলো তার নয়নের আনন্দ, আজ তাকে নয়নের অন্তরাল করতে পেরে সে আরাম অনুভব কর্‌ছে? যাক্‌গে উল্কা! কাল তার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আস্‌বো।

ব্যথিত হৃদয় নিয়ে পলাশ স্নানাহার কর্‌তে গেলো।

পলাশ সমস্ত বিকাল বেলা ও রাত্রির যতক্ষণ জেগে ছিলো ততক্ষণ ক্রমাগত ভেবে ভেবে এই সঙ্কল্প স্থির কর্‌ছিলো যে সে কাল থেকে আর উল্কাকে দেখ্‌তে যাবে না; তাদের চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে সে উল্কার চিকিৎসার ভার নিতে পার্‌বে না।

সে নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে, ব্রততীর কাছে বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে—না, ব্রততীর বিশ্বাস থাকলে তো তার বিশ্বাসকে সে হত্যা করবে?—ব্রততী তার উপর বিশ্বাস হারিয়ে বসে' আছে। এত ক্ষতি স্বীকার করছে সে কি লাভের লোভে? শুধু মরীচিকার মায়ায় ভুলে সে নিজের আরামের আশ্রয় ভেঙে ফেলে মরুভূমিতে ছুটে বেরুবার উপক্রম করেছে। এই ভ্রান্তির অবসান করতে হবে।

কিন্তু সকাল হতেই পলাশের মনটা উল্কার বাড়ীতে যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো। বাইরে বেরুবার সময় যতই নিকট হয়ে আসতে লাগলো ঔৎসুক্য তাকে ততই উতলা করে' তুলতে লাগলো। সে যাবে না সঙ্কল্প করেছিলো বলে'ই যাবার আগ্রহ তার আজ অন্য দিনের চেয়ে বেশী প্রবল হয়ে উঠলো। অবশেষে যখন সে রোগী দেখতে বেরুলো তখন স্থির করলে যে আজ এই শেষ উল্কার বাড়ীতে তার যাওয়া—সে গিয়ে নিজে বিদায় নিয়ে আসবে, চিঠি লিখে বিদায় নেওয়াটা ভদ্রতাসঙ্গত হবে না।

উল্কার বাড়ীতে আজ আর যাবে না সঙ্কল্প করেছিলো বলে'ই এবং উল্কার সঙ্গে আজই তার শেষ সাক্ষাৎ স্থির করাতেই পলাশ আজ অন্য দিনের চেয়ে সকাল-সকাল উল্কার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। উল্কার সামনে যেতেই উল্কার রূপ আজ অন্য দিনের চেয়ে পলাশের চোখে সুন্দরতর হয়ে প্রতিভাত হলো। উল্কাকে আর কাল থেকে দেখতে পাবে না মনে হওয়া

মাত্রই উল্কা পলাশের দৃষ্টিতে অপরূপ হয়ে উঠলো। আজ উল্কার হাসি পলাশের কাছে তার সঙ্কল্পের মরণ ফাঁশির ন্যায় মনে হতে লাগ্‌লো, উল্কার গ্রবাভঙ্গী পলাশের প্রতিজ্ঞার গ্রীবা ভঙ্গ করে' একেবারে বধ কর্‌তে উদ্যত হলো। পলাশ অবাক্ হয়ে উল্কার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—ঘরের ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে হবে সে-কথা সে ভুলেই গেলো।

পলাশকে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকে দেখতে দেখে উল্কা হাসিভরা মুখে পলাশকে গ্রীবাভঙ্গীর ইঙ্গিত করে' ডাক্‌লে—ঘরে আসুন, ডাক্তারবাবু।

উল্কার কণ্ঠস্বর মধুধারার মতন, শর্‌বতের ঝর্‌নার মতন পলাশের কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্মে প্রবেশ করে' তাকে উচ্চকিত করে' তুল্‌লে। সে অবশের মতন ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

পলাশ প্রত্যহ এসে উল্কাকে প্রশ্ন করে—আজ কেমন আছেন? কিন্তু আজ সে ঐ প্রশ্ন কর্‌তে পার্‌লে না; কারণ, আজ সে নিজেই ভালো বোধ কর্‌ছিলো না।

পলাশ তার নিত্যকার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি থেকে আজ প্রতি-নিবৃত্তি রইলো দেখে উল্কা নিজেই বল্‌লে—কাল দুপুর রাত্তিরে বুকটা বড়ো ধড়ফড় করেছিলো......

পলাশ স্তম্ভিতের মতন উল্কার মুখের দিকে চেয়ে বসে' রইলো। তাকে নীরব দেখে উল্কা বল্‌তে লাগলো—একবার মনে হলো আপনাকে টেলিফোনে ডাকি; কিন্তু আবার মনে কর্‌লাম আপনার ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত কর্‌বো......

পলাশ কলের পুতুলের মতন কেবল বল্‌লে—কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত আমি জেগেই ছিলাম।

এই কথা বলে' ফেলেই পলাশের মনে হলো উল্কা যদি তার জেগে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে' বসে তা হলে সে কি বল্‌বে? তাই সে উল্কাকে কোনো কথা বল্‌বার অবকাশ না দিয়ে নিজের কথার পিঠেই তাড়াতাড়ি বল্‌লে—তা হলে বুকটা একবার......

উল্কা মাথা নীচু করে' বক্ষাবরণ অপসারণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হলো। পলাশের মুখ লাল ও কান গরম হয়ে উঠলো।

উল্কা লজ্জাকুণ্ঠিত দৃষ্টি ঈষৎ তুলে পলাশের দিকে তাকিয়ে তাকে জানাতে চাইলে যে সে ডাক্তারের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

পলাশের মনে হলো আজ তো এই তার শেষ পরীক্ষা; তবে কেনো আর অনাবশ্যক প্রলোভনের জ্বালায় ইন্ধন জোগায়? কে আর উল্কার চিকিৎসার ভার বহন কর্‌তে পার্‌বে না কবুল জবাব দিয়ে এখনই নিষ্কৃতি নিলেই তো হয়।

পলাশকে ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে উল্কা আবার লজ্জাভরা কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে পলাশের মুখের দিকে তাকালো।

সেই দৃষ্টিতে থতোমতো খেয়ে পলাশ উল্কাকে পরীক্ষা কর্‌তে প্রবৃত্ত হলো, কিন্তু তার মন এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিলো যে সে যে কি পরীক্ষা কর্‌ছে তার কোনো জ্ঞানই তার ছিলো না।

পলাশ কিছুক্ষণ উল্কার বুকের উপর ষ্টেথেস্কোপ সঞ্চারণ করে' গম্ভীর থম্‌থমে হয়ে চেয়ারের উপর বসে' পড়্‌লো।

উল্কা ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে ম্লান মুখে হেসে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—হার্টের অবস্থা কি খুবই খারাপ ?

পলাশ প্রশ্ন শুনে চম্‌কে উঠে উল্কার দিকে তাকালো।

উল্কা নিজের কথার জের টেনে বল্‌লে—তা হলে আমার জীবনের মেয়াদ আর কতোক্ষণ ?

এই প্রশ্ন শুনে পলাশের চমক ভাঙলো, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—না, না, আপনার হার্ট তো বেশ ভালেই আছে, আপনি কোনো আশঙ্কা করবেন না।

উল্কা অবিশ্বাসের ঈষৎ হাসি হেসে বল্‌লে—তবে আপনার মুখ অমন গম্ভীর শুক্‌নো হয়ে গেলো কেনো ?

এই প্রশ্ন শুনে পলাশের মুখ আরো শুকিয়ে উঠলো। তার মনে হলো সে কি এই অবসরে তার বিদায়ের কথাটা বলে' ফেল্‌বে ? কিন্তু সে বিদায় চাইলে উল্কা যদি কারণ জিজ্ঞাসা করে তখন সে কী বল্‌বে ? না, উল্কার কাছে মুখে বিদায় নেওয়া হবে না, চিঠি লিখেই বিদায় নিতে হবে।

এই সঙ্কল্প স্থির করে' নিতে পলাশের যেটুকু বিলম্ব হলো তারই মধ্যে উল্কা আবার বল্‌লে—যে লোক মরণকে বুকের মধ্যে নিয়ে আনন্দে আছে, তার কাছ থেকে মরণের খবর লুকোবার চেষ্টা করবার কোনো দরকার নেই ডাক্তারবাবু।

উল্কার এই কথা শুনে পলাশ হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে বলে' ফেল্‌লে —আপনার মরণের আশঙ্কা যেদিন মনে উদয় হবে তার পরদিন থেকে আমি আর আপনার বাড়ীতে আস্‌তে পারবো না জান্‌বেন।

এই কথা বলেই পলাশ আবার চম্‌কে উঠলো—এ সে কী বলে' ফেল্‌লে ? সে যে অসতর্ক হয়ে উল্কার কাছ থেকে বিদায় নেবার পথ একেবারে রুদ্ধ করে' ফেল্‌লে। এই কথার পর সে *উল্কার কাছে বিদায় চাইলেই উল্কা নিশ্চয় ভাববে তার জীবনের* মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে বলেই ডাক্তার বিদায় নিচ্ছে। এই কথা মনে হতেই পলাশের মন হর্ষবিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠলো—সে যে উল্কার কাছ থেকে পলায়ন কর্‌বে সঙ্কল্প করেছিলো সেই সঙ্কল্প সে আর কখনো কার্য্যে পরিণত কর্‌তে পার্‌বে না এতে তার একটু ক্ষোভ হলেও তার আনন্দ হলো বিলক্ষণ—উল্কার সঙ্গে বিচ্ছেদে ছেদ পড়ে' গেলো তার নিজের চেষ্টায় নয়, দৈব গতিকে ; এখন সে ব্রততীর কাছে ও নিজের কাছে স্বচ্ছন্দে জবাবদিহী কর্‌তে পার্‌বে।

উল্কা পলাশের কথায় মমতার আবেগের আভাস পেয়ে চোখ তুলে তার দিকে তাকাতেই দেখলে পলাশের মুখে গাম্ভীর্য্যের উপর আনন্দের উজ্জ্বলতা পড়েছে, হর্ষবিষাদের মিশ্র ভাবে তার মুখ সুন্দর হয়ে উঠেছে। পলাশের মুখের দিকে চেয়ে উল্কার মুখ কিসের জন্যে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

পলাশও ঐ কথা বলে' ফেলে উল্কার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখে লজ্জার লালিমা দেখে লজ্জিত হলো এবং তার সাম্‌নে থেকে পালাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

পলাশকে গমনোদ্যত দেখে উল্কা হেসে বল্‌লে—তা হলে কালকে আবার আস্‌বেন তো ? না, আজকেই এই শেষ দেখা, আর আমারও জীবনের আসন্ন পরিসমাপ্তি ?

পলাশ ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠ্‌লো—না না, এখনই সমাপ্তি হলে চল্‌বে কেনো? আমাকে এখনো অনেক দিন আস্‌তে হবে।

উল্কা হাসিমুখে বল্‌লে—কিন্তু আপনি কি কেবল দাতা হয়েই আস্‌বেন, আমার কাছ থেকে কিছুই প্রতিগ্রহ কর্‌বেন না? কাল আপনি বেতন প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পলাশ লজ্জিত অথচ প্রফুল্ল হয়ে বল্‌লে—বিশেষ প্রতিগ্রহ কর্‌বো বলে'ই তো সামান্যকে প্রত্যাখ্যান করেছি—রাণীর কাছ থেকে রাণীর মতন পুরস্কার চাই।

এই কথা বলে'ই পলাশের এবং শুনেই উল্কারও এক সঙ্গেই মনে পড়্‌লো—"আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর!"

উল্কা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে' বল্‌লে—কি পুরস্কার চাই বলুন।

পলাশ উল্লাসিত স্বরে বল্‌লে—বল্‌বো; যখন পাবার আশা হবে তখন চাইবো।

উল্কা চোখের কোণ দিয়ে পলাশকে একবার দেখে নিয়ে মুখ নীচু করে' কৌতুকভরা মৃদুস্বরে বল্‌লে—দশরথের কাছে কৈকেয়ীর বর চাওয়ার মতন হবে না তো শেষকালে?

ব্রততীর বিদ্রূপের কথা পলাশের মনে পড়ে' গেলো, সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—তা হতে পারে। হয় বর দিতে প্রতিশ্রুতি দিন, নয় তো আপনার ভৃত্যকে আজ থেকেই বিদায় দিন।

উল্কা চকিত দৃষ্টি তুলে পলাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে

—না, না, বিদায় না, বরই দেবো—আপনার যখন খুশী পুরস্কার চেয়ে নেবেন, কেবল আপনার প্রার্থনা যেনো আমার দেবার ক্ষমতার সাধ্যায়ত্ত হয়।

পলাশ উল্কার কথার গূঢ়ার্থের দিকে মনোযোগ না করে' আপনার আনন্দেই আত্মহারা হয়ে বল্‌লে—রাণীর সাধ্যের তো সীমা নেই! তাই আমার আশারও সীমা নেই।

এই কথা বলে'ই পলাশ উল্কার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে উল্কা মুখ নীচু করে' বসেছে, তার মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। উল্কাকে লজ্জিত দেখে পলাশও লজ্জা পেলে এবং তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেলো। যখন পলাশ-ডাক্তার গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লো তখন তার মুখ বেশ হাসি-হাসি।

ম্যানেজার-বাবু পলাশের সেই প্রফুল্লতা দেখে মনে কর্‌লে—ধূর্ত্ত ডাক্তারটা বেশ থোক রকম কিছু পুরস্কার বাগিয়ে গেলো!

পলাশের মন সেদিন আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলো যে সে কোনো রোগীকেই মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌তে পার্‌লে না। সে দায় সারা রকমে কাজ শেষ কোরে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলো।

*
* *

পলাশ বাড়ী গিয়ে খেতে বসে' কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়ার পর হঠাৎ মুখ তুলে ব্রততীকে বল্‌লে—আজ আমি উল্কার বাড়ী থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আস্‌বো ঠিক করে' গিয়েছিলাম...

উল্কার কাছ থেকে পলাশের শেষ বিদায়ের কথা শুনে ও পরক্ষণেই "গিয়েছিলাম" ক্রিয়ায় অতীত কালের প্রয়োগ দেখে ব্রততীর মন আশায় ও হতাশার আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, সে ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেনো, কি হলো ?

পলাশ অপরাধীর তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টি তুলে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—আমার মন উল্কার দিকে ক্রমশঃই আকৃষ্ট হচ্ছে—এর জন্যে তুমিই দায়ী—যে ভাব আমার মনের অগোচরে ছিলো, সেই ভাবের উল্লেখ করে' করে' তুমি আমার মনকে সেই ভাবে ভাবিত করে' তুলেছো ; আমার মনের উপর তোমার মন গড়া ভাব আরোপ করে' করে' আমার মনে ছাপ মেরে দিয়েছো। আমি এই দুর্দ্দৈব থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা কর্‌ছিলাম···

ব্রততী মনে মনে অনুতপ্ত ও শঙ্কিত হয়েও মুখে অগ্রাহ্যের প্রফুল্লতা দেখিয়ে ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তারপর ?

পলাশ বল্‌লে—কাল রাত্রে উল্কার খুব বেশী অসুখ করে-ছিলো। আজ আমি তার কাছ থেকে বিদায় নেবো স্থির করে'

গিয়েছিলাম। কেমন করে’ এই বিদায় নেবার কথাটা তার কাছে পাড়্‌বো ভাব্‌ছি দেখে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—“তা হলে আমার বুঝি আর বাঁচবার আশা নেই ডাক্তার-বাবু? এই কথার পর আমি বলে’ ফেল্‌লাম—“আপনার বাঁচবার আশা নেই যেদিন মনে হবে, তার পরদিন থেকে আর আমি আস্‌বো না জান্‌বেন।” এই কথা বলে’ ফেলে আর আমি তাঁর কাছে বিদায়ের কথা উত্থাপন কর্‌তে পার্‌লাম না—বিদায় চাইলেই তিনি মনে কর্‌তেন তাঁর মরণ আসন্ন, আর নয় তো আমার বিদায় নেবার প্রকৃত কারণ তাঁকে খুলে বল্‌তে হতো। এই উভয়-সঙ্কটে পড়ে’ আমি বিদায় না নিয়েই চলে’ এসেছি।

ব্রততী উৎসুক হয়ে স্বামীর সমস্ত কথা শুনে মনের উদ্বেগের উপর মুখের হাসি চাপা দিয়ে বল্‌লে—বেশ করেছো। এ ছাড়া তোমার আর অন্য উপায় ছিলো না। তারপর একটু হাসি ঠোঁটের কোণে বাঁকিয়ে তুলে বল্‌লে—কিন্তু উল্কার মরণের আশঙ্কা থাক্‌লে তার পরদিন থেকে তুমি আর তার বাড়ীতে যেতে পার্‌বে না এই কথা বলে’ ফেলাতে তোমার খুব সুবিধাই হয়ে গেছে—এক ঢিলে দুই পাখী মরেছে—উল্কার কাছ থেকে বিদায় নেবার পথটি দিব্যি অনায়াসে বন্ধ হয়ে গেলো আর উল্কাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়াও হলো যে—ওগো সুন্দরী, আমি তোমার রূপ বহ্নির পতঙ্গ।

পলাশ পত্নীর মুখের হাসি দেখে মনে মনে সঙ্কুচিত হয়েও যেনো নির্দ্দোষীর উপর অন্যায় দোষারোপ করা হয়েছে এমনি

ভাব ধারণ করে বল্‌লে—তুমিই আমাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলে এখন রঙ্গ দেখ্‌ছো! এর পর যদি আমি উল্কাকে ঐ কথা ইঙ্গিতের খোলস খুলে স্পষ্ট করে' বলি…

ব্রততী হেসে বল্‌লে—ইঙ্গিতকে উলঙ্গ করে' ফেল্‌লে তাকে কুৎসিত করে' তুল্‌বে, সব কবিত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

পত্নীর এই কথার পর পলাশ আর কোনো কথা বল্‌বার উপায় খুঁজে পেলে না, গম্ভীর হয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে' উঠে পড়লো।

*
* *

সেইদিন রাত্রে পলাশ ব্রততীর পাশে শুয়ে আছে—তার দেহই ব্রততীর পাশে পড়ে আছে, কিন্তু তার মন ঘুর্‌ছে উল্কার পাশে। পাছে ব্রততীর সঙ্গে কথা বল্‌তে হয় এই ভয়ে পলাশ একখানা বই খুলে চেখের সাম্‌নে ধ'রে রেখেছিলো, কিন্তু চোখের পিছনে তার মন না থাকাতে তার দৃষ্টিতে লেখার অর্থ ধরা পড়্‌ছিলো না।

ব্রততী স্বামীর পাশে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকৃতে অস্বস্তি অনুভব কর্‌ছিলো। সে খানিকক্ষণ চুপ করে' শুয়ে একটু নড়লো; কিন্তু তাতেও স্বামীর কোনো সাড়া না পেয়ে সে একটু চেষ্টা করে' মুখে কথা ফুটিয়ে বল্‌লে—রাত যে অনেক হ'লো, তুমি ঘুমোবে কখন?

পলাশ বই থেকে চোখ না ফিরিয়েই বল্‌লে—এই বই খানা নতুন বেরিয়েছে, ডাক্তারির অনেক নতুন তত্ত্ব এর ভিতরে আছে, সেইগুলি চট্‌পট্‌ পড়ে নিতে না পার্‌লে অন্য ডাক্তারদের চেয়ে আমি পিছে পড়্‌বো......

এই কথার পর ব্রততী স্বামীকে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না; সে চুপ করে আবার আড়ষ্ট হয়ে' শুয়ে রইলো।

ব্রততীকে চুপ করে' থাকৃতে দেখে পলাশ বল্‌লে—তোমার

চোখে আলো লাগ্‌ছে? আমি না হয় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আমার পড়্‌বার ঘরে গিয়ে পড়ি…

ব্রততী স্বামীর পাশে শুয়েও স্বামীকে কাছে পায় নি; এখন পলাশের অন্য ঘরে চলে' যাবার প্রস্তাব শুনে সে আরও শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—না না, আলোতে আমার কিছুমাত্র ঘুমের ব্যাঘাত হবে না, ঘুমতো আমার এসেছে, এখনি আমি ঘুমিয়ে পড়বো……

পলাশ আর কিছু না বলে' বইয়ের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো। ব্রততীও ঘুমিয়ে পড়ার ভাণ করে' আড়ষ্ট হয়ে' পড়ে' রইলো, কিন্তু ঘুম তার ত্রিসীমানাতেও এলো না।

ঘর নিঃশব্দ। ব্রততী স্বামীর পাঠে মনোযোগ ভঙ্গের ভয়ে সাহস করে' স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেল্‌তেও পার্‌ছিলো না; তার কিন্তু বিশেষ সন্দেহ হচ্ছিলো যে তার স্বামী হয়তো বইখানা ঠিক পড়ছে না, বইখানা কেবল তার আর তার স্বামীর মাঝখানে প্রাচীর হয়ে' দাঁড়িয়ে আছে! এর আগে হলে' সে একটান মেরে বইখানা দূরে ফেলে দিতো; কিন্তু এখন সে অনুভব কচ্ছিলো স্বামীর উপর জোর খাটাবার অধিকার সে হারিয়েছে।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেলো। ব্রততীর চোখ ঘুমের আবেশে এক একবার বুঁজে আসছে, কিন্তু স্বামীর পাঠ সমাপ্ত হলে' হয়তো সে স্বামীর সান্নিধ্য লাভ কর্‌তে পার্‌বে এই আশায় চোখের ঘুম জোর করে' সরিয়ে দিচ্ছিলো।

নিস্তব্ধ নিদ্রিত বাড়ী। হঠাৎ সমস্ত বাড়ীকে উচ্চকিত করে

নীচের তলায় টেলিফোনের ঘণ্টা কর্কশ স্বরে কড়্‌ড়্‌ড়্‌ করে বেজে উঠ্‌লো।

ঘণ্টার শব্দ শুনেই পলাশ ব্যস্ত চঞ্চল হয়ে বই মুড়ে' বিছানার উপর বইখানা ফেলে দিলে এবং বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বাক্যে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা করে, বল্‌লে—আঃ! এতো রাত্রে টেলিফোনে আবার কে ডাকে?

যদিও পলাশ মুখে বিরক্তি প্রকাশ কর্‌লে তথাপি এই অসাময়িক আহ্বানে তার মন এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে' উঠেছিলো যে হয় তো বা উল্কার বাড়ী থেকেই এই ডাক এসেছে। টেলিফোনের ঘণ্টার শব্দ শুনে ব্রততীর মনেও এই আশঙ্কাই ছ্যাঁৎ করে' উঠেছিলো, কাজেই সে তার স্বামীর কথার উত্তরে একটী কথাও বল্‌তে পার্‌লে না; সে জোরে চোখ বুঁজে এক মনে প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌লো—হে ভগবান্‌, আমার সন্দেহ যেনো মিথ্যা হয়। দিন তো আমি হারিয়েছি, এখন আমার রাতটুকুও কেড়ে নিয়ো না।

পলাশ ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে গেলো। ব্রততী স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় যেমন শুয়েছিলো তেমনি আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থেকে' মূহুর্ত্ত গননা কর্‌তে লাগলো।

পলাশ টেলিফোন ধরে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে?

পলাশ শুন্‌লে উল্কার ম্যানেজার তাকে শীঘ্র উল্কার বাড়ীতে যেতে ডাক্‌ছেন, উল্কার অসুখ বেড়েছে।

পলাশের মন আনন্দে নৃত্য করে' উঠ্‌লো; সে আনন্দাপ্লুত স্বরে বল্‌লে—এখনি যাচ্ছি।

পলাশ শয়নকক্ষে ফিরে এসে' ব্রততীকে কোনো রকম সম্বোধন না করে বল্‌লে—রাণীর বাড়ী থেকে ডাক্‌ছে ; রাণীর অসুখ বেড়েছে, আমাকে এখনি যেতে হবে…

ব্রততী যা আশঙ্কা করেছিলো তাই সত্য হলো দেখে সে আর কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না।

পলাশ ব্রততীকে নিদ্রিত মনে করে' সন্তুষ্ট হয়ে উৎফুল্ল চিত্তে ষ্টেথেস্কোপ পকেটে গুঁজে নিয়ে রাণী উল্কার গৃহে যাত্রা কর্‌বার জন্যে আবার নীচে নেমে' গেলো।

নিজের শোফারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে মোটর ঠিক করে' নিয়ে যেতে বিলম্ব হয়ে' যাবে বলে' পলাশ হেঁটেই বাড়ী থেকে রওনা হলো, মনে কর্‌লে যে রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি বা গাড়ী ভাড়া করে' নেবে।

উল্কার বাড়ীতে গিয়ে নাম্‌তেই উল্কার ম্যানেজার তাড়াতাড়ি এসে পলাশকে বল্‌লে—রাণীমা অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ কর্‌ছেন, তাই আপনাকে অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে কর্‌বেন না।

পলাশ ব্যস্ত ভাবে বাড়ীর মধ্যে যেতে যেতে বল্‌লে—না, আমি জেগেই ছিলাম। রাণীর অসুখের কাছে কি আমার আরামের একটু ব্যাঘাত বড় হতে পারে।

পলাশ রোজ উল্কার বাড়ীতে আসে ; এ বাড়ীর পথ তার পরিচিত হয়ে গিয়েছিলো ; সে বরাবর উপরে গিয়ে উল্কার বৈঠকখানায় গিয়ে প্রবেশ কর্‌লে। দেখ্‌লে বিজলী-ঝাড়ের-

প্লাবনে ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে ঘর শূন্য, সেখানে কেউ নেই।

পলাশ ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কোথায় উল্কা জান্‌বার ঔৎসুক্যে একজন চাকর-দাসী কাউকে খুঁজ্‌ছে, এমন সময় একজন ধবধবে ধোয়া কাপড়ে আবৃতদেহা দাসী এসে সম্ভ্রম-সঙ্কুচিত স্বরে বল্‌লে—রাণীমা শোবার ঘরে আছেন···

পলাশের মনটা ছ্যাঁৎ করে' উঠ্‌লো—আজ সে প্রথম উল্কার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ কর্‌তে যাচ্ছে। সে চঞ্চল মনে ও চঞ্চল পদে দাসীর অনুসরণ করে' বারান্দা দিয়ে দু-তিনখানি ঘরের পরে একখানি ঘরের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হলো। দাসী সেই ঘরের দরজার কাছে থেমে দরজায় বিলম্বিত চওড়া হাসিয়া পাড় দেওয়া আবীর রঙের শালের একটা পর্দ্দা সরিয়ে টেনে ধরে' এক পাশে সরে' দাঁড়ালো; পলাশ সেই ইঙ্গিতে বুঝ্‌লে এইটি উল্কার শয়ন-কক্ষ। ঘরের ভিতর থেকে স্নিগ্ধ আলোক জ্যোৎস্নার মতন এসে পলাশের সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়্‌লো। পলাশ সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পায়ের শব্দ না কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে। সে ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই দাসী দরজার পর্দ্দা ফেলে দিয়ে ঘরের এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

পলাশ দেখ্‌লে সুপরিসর ঘরের ঠিক মাঝখানে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত প্রকাণ্ড পালঙ্ক পাতা; তার উপরে ছাদ থেকে লম্বিত লোহার শিকে বিধৃত কাঠের ছত্রীতে ফিকে গোলাপী রঙের নেটের মশারি তোলা আছে; পালঙ্কের পায়ের দিকে

একটি কাঠের আন্‌লার উপর কয়েকখানি সূক্ষ্ম সূতার সাদা কাপড়, শেমিজ, ব্লাউজ ও একখানি শাল সুবিন্যস্ত ভাবে রক্ষিত আছে ; সেই আন্‌লার তলার তক্তার উপর সাদা চাম্‌ড়ার জুতা নাগরা চটি সজ্জিত আছে ; আন্‌লার দু পাশের খাড়া দাণ্ডার গায়ে আঁটা চক্‌চকে পিতলের হুক থেকে ঝুল্‌ছে একটি ফুলকাটা মেয়েলি ছাতা আর হাত ব্যাগ ; আন্‌লার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড়ো আল্‌মারী, তার এক পাল্লা কপাটে প্রচুর বাটালির কারুকার্য্য ও এক পাল্লা কপাটে মোটা কাঁচের আয়না আঁটা, তাতে সমস্ত ঘরের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে ; পালঙ্কের সাম্‌নে একখানি মার্ব্বেল-পাথরের টেবিল, তার চার পাশ ঢেউ-খেলানো ও ফুলকাটা ; সেই টেবিলের উপর লেখ্‌বার সরঞ্জাম ব্লটিং-প্যাড, একটি পেন-র‍্যাকে নানান রকমের সোনার বেড় ও ক্লিপ দেওয়া ফাউণ্টেন-পেন চারটি, একটা কাঠের কেসের মধ্যে কাগজ খাম, একখানা সোনার কাগজ-কাটা ছুরী, আঠার শিশি, ডাক-টিকিটের আঠা ভেজাবার একটা কাচের ঘূর্ণী বেলন দেওয়া জলের বাটি, ইত্যাদি বহু টুকিটাকি দ্রব্য সাজানো আছে ; পালঙ্কের মাথার দিকে একটা মার্ব্বেল পাথরের গোল ছোটো টেবিলের উপর একটি বিদ্যুতের টেবিল-ল্যাম্প্‌ সবুজ রেশমের ঘোম্‌টার তলা থেকে স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ কর্‌ছে।

পলাশ ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে গৃহ-সজ্জা দেখে নিয়েই তার আগ্রহান্বিত উৎসুক দৃষ্টি পালঙ্কের দিকে ফিরিয়ে উল্কার সন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লো। শুভ্র শয্যার উপর একখানি

শুভ্র গঙ্গাজলী শাল গায়ে দিয়ে উল্কা শুয়ে আছে; বিদ্যুতালোকের সবুজ ঘোম্‌টার ছায়াটা এসে তার মুখের উপর ফিরোজা রঙের ফিন্‌ফিনে পাতলা ওড়্‌নার আচ্ছাদনের মতন পড়েছে। উল্কা ঘুমিয়ে আছে বা জেগে আছে ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে পলাশ পালঙ্কের কাছে এগিয়ে যাবে কি না ভেবে ইতস্ততঃ কর্‌ছে, এমন সময় উল্কা স্নিগ্ধ মধুর মৃদু হেসে ক্ষীণ মিষ্ট স্বরে ডাক্‌লে—আসুন ডাক্তার বাবু, আপনাকে অসময়ে কষ্ট দিলাম।

পলাশ উল্কাকে জাগ্রত জেনে দুই হাত-জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানিয়ে বল্‌লে—আপনার কষ্ট একটুও উপশম কর্‌তে পার্‌লে আমার কষ্টই আমার পুরস্কার হয়ে উঠ্‌বে।

পলাশ পালঙ্কের কাছে অগ্রসর হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার কি অসুখ বোধ হচ্ছে?

দাসী একখানা চেয়ার এনে পালঙ্কের পাশে রাখ্‌লে। পলাশ তার উপর বস্‌লো।

উল্কা বল্‌লে—হঠাৎ বুক ধড়ফড় করাতে ঘুম ভেঙে গেলো; আমি মনে কর্‌লাম একটু পরেই সেরে যাবে বুঝি; কিন্তু শেষে এমন যন্ত্রণা হতে লাগলো যে কতক্ষণ পরে আমি মুচ্ছ্র্যায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। তখন ঐ ছোটো ট্যাবলেট্ ওষুধটা আমাকে খাইয়ে দেওয়াতে অল্পক্ষণ পরেই আমার জ্ঞান হয়; এখন আর কোনো বিশেষ কষ্ট নেই; কেবল বড়ো দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।

পলাশ উল্কার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—একবার হাতটা দেখি।

উল্কা শালের তলা থেকে হাতীর দাঁতের মতন শুভ্র সুগোল হাত বাহির করে' পলাশের দিকে এগিয়ে দিলে। পলাশ এক হাতে উল্কার কোমল মণিবন্ধ টিপে ধরে আর এক হাতে পকেট থেকে সোনার ঘড়ী বাহির করে' ঘড়ীর সেকেণ্ড-কাঁটার চলার সঙ্গে উল্কার নাড়ীর চলা মিলিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। মিনিট দুই হাত ধরে' নাড়ী দেখে পলাশ ধীরে ধীরে উল্কার হাতখানি শয্যার উপর সন্তর্পণে রেখে দিলে। তার পর সে পকেট থেকে ষ্টেথেস্কোপ বাহির' করে' কানে পরাতে লাগ্‌লো। উল্কা এই ইঙ্গিতের সংকেত বুঝে গায়ের শাল সরিয়ে বক্ষতট অনাবৃত করে' দিলে। শুভ্র তুষারক্ষেত্রের ন্যায় উল্কার বক্ষতটের উপর পলাশের লোভলোলুপ দৃষ্টি ও মুখ অবনত হয়ে পড়্‌লো, সে উল্কার বক্ষ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলো।

পলাশ অনেকক্ষণ ধরে' তন্ন তন্ন করে' পরীক্ষা কর্‌লে। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কান থেকে ষ্টেথেস্কোপ খুলে পকেটে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে—এখন তো নাড়ী আর হার্টের অবস্থা বেশ ভালো।

উল্কা হাসির মধু কথায় মাখিয়ে বল্‌লে—তা হলে ডাক্তারের ভয়ে রোগ পালিয়েছে।

উল্কার এই রসিকতার উত্তরে পলাশের মনে হলো তা হলে ডাক্তারকে প্রণয়-পাশে বেঁধে পাশে রেখে দিন না, রোগ আর কাছে ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না।

কিন্তু এই কথা পলাশের কায়মনবাক্য বল্‌তে চাইলো বলে'ই

সে আর ঠাট্টাচ্ছলেও একথা উচ্চারণ করতে পার্‌লে না, সে মুখ চোখ রাঙা করে' চুপ করে' রইলো।

পলাশকে চুপ করে' থাক্‌তে দেখে উল্কাও নিজের রসিকতায় লজ্জা পেলে এবং নিজের অবিবেচনা সংশোধন কর্‌বার জন্যে বল্‌লে—ঐ ওষুধটাতে উপকার হয়েছে বোধ হয়।

পলাশ বল্‌লে—তা হবে। কিন্তু যখনই হোক একটু অসুখ বোধ হলেই আপনি আমাকে ডাকতে দ্বিধা বোধ কর্‌বেন না।

উল্কা হেসে বল্‌লে—কিন্তু রাত-বিরেতে ডাক্‌তে ব্যাধের প্রতি বাল্মীকির শাপের ভয় করে।

উল্কার এই রসিকতায় পলাশের রক্তে আগুন ধরে' উঠলো; হীরকের পল থেকে যেমন বিবিধ বর্ণের আঁলোক বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি এই কথার ভিতর থেকে বিবিধ অর্থ বিকীর্ণ হয়ে তার মন অসম্ভবের নেশায় রঙীন করে' তুল্‌লে। সে নিজের মনঃ-পীড়ার ব্যাকুলতা উল্কার কাছ থেকে লুকাবার জন্য বল্‌লে—তবে এখন আমি যাই।

উল্কা এবার গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—আপনি এখনি চলে যাবেন না; আপনার শোবার ব্যবস্থা ঠিক করা আছে; আমি একটু সুস্থ বোধ কর্‌লে আপনি যাবেন।

তার পর উল্কা দাসীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বল্‌লে—নিত্য, ডাক্তারবাবুকে শোবার-ঘর দেখিয়ে দিগে যা, আর যদুকে ডেকে দিস্‌, সে যেনো ডাক্তারবাবুর ঘরের সাম্‌নে এসে শোয়, রাত্রে ওঁর যদি কিছু দর্‌কার হয়। ..

তার পর আবার পলাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে উল্কা বল্‌লে—আপনি ঝির সঙ্গে যান, রাত অনেক হয়েছে আপনি শুয়ে পড়ুন গে...

ঝি নৃত্যকালী দরজার কাছে গিয়ে পর্দ্দা সরিয়ে পলাশের নির্গমনের জন্য অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো। পলাশ ব্যগ্র দৃষ্টিতে একবার উল্কাকে দেখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

পলাশ দাসীকে অনুসরণ করে' যে ঘরে গেলো সে ঘরখানি উল্কার শয়নকক্ষের পাশে দুখানি ঘরের পরে; সুসজ্জিত ঘরে চক্‌চকে ছপ্পর-খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা আছে। পলাশ ঘরে ঢুকে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে দাসীকে বল্‌লে—তুমি যাও, আমার আর কোনো দর্‌কার নেই।

দাসী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে চলে' গেলো।

তখন পলাশ ইলেক্‌ট্রিক-লাইটের স্‌্ইচ টিপে আলো নিবিয়ে দিলে। কিন্তু ঘর একেবারে অন্ধকার হয়ে গেলো না; একটি স্তিমিতশিখা ক্ষুদ্র ল্যাম্প থেকে ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে ঘরটিকে আলো-আঁধারের মিশ্রণে রহস্যাবৃত করে' তুল্‌লে। পলাশ শয্যার উপর শুয়ে পড়লো। দুখানা ঘরের পরেই উল্কা শুয়ে আছে; উল্কার সঙ্গে এক বাড়ীতে সে রাত্রি যাপন কর্‌ছে; পুরাকালের কাব্য নাটকে কতো অভিসারিকার কাহিনী সে পড়েছে; কিন্তু তার দরজার সাম্‌নে যদুকে পাহারায় শুইয়ে রাখারই বা মানে কি? ইত্যাদি চিন্তায় পলাশের আর সমস্ত রাত্রির মধ্যে ঘুম এলো না।

ওদিকে ব্রততীর চক্ষেও ঘুম ছিলো না। এইবার হয় তো স্বামী ফিরে আস্‌বে এই প্রতিক্ষণের প্রতীক্ষায় ব্রততী ঘুমাতে পার্‌ছিলো না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় যখন সকাল হয়ে গেলো তখন সে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়্‌লো; অনিদ্রায় তার চোখ কর্‌কর্‌ কর্‌ছিলো, নির্গম-ব্যাকুল অশ্রু চোখের আড়ালে রুদ্ধ রেখে তার চোখ জ্বালা কর্‌ছিলো, অনির্দ্দিষ্ট বেদনায় তার মন টন্‌টন্‌ কর্‌ছিলো।

প্রভাতে পলাশ আবার একবার উল্কাকে পরীক্ষা করে' দেখে বিদায় নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলো। সে তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে দেখ্‌লে ব্রততী স্নান সমাধা করে' তার প্রভাতী জলখাবারের আয়োজন কর্‌ছে। ব্রততীকে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সেবায় ব্রতী দেখে পলাশ লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব কর্‌লে এবং তাড়াতাড়ি বল্‌লে—উল্কা রাণীর খুব অসুখ করেছিলো, তাই রাত্রে আর আস্‌তে পারি নি।

ব্রততীর মন দারুণ সন্দেহে ভরে' উঠ্‌লো; পলাশের মুখ দেখে তার মনে হলো তার স্বামী মিথ্যা বল্‌ছে। সে জোর করে চোখের জল রুদ্ধ রেখে মুখে হাসি টেনে এনে বল্‌লে—আবার এখনই তা হলে যেতে হবে তো?

ব্রততীর এই কথা পলাশের মনে বিদ্রূপের কশাঘাতের মতন বাজ্‌লো। সে গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—না, আজ আর যেতে হবে না।

এবং সে সেখান থেকে আস্তে আস্তে অন্যত্র চলে' গেলো।

৩

* *

পলাশ স্ত্রীর বিদ্রূপে লজ্জিত হয়ে' বলে' ফেলেছিলো যে সেদিন আর উল্কার বাড়ী যেতে হবে না; এই কথা বলে ফেলাতে উল্কার বাড়ীতে যাওয়া তার পক্ষে বাস্তবিকই অসাধ্য হয়ে' পড়্লো। সে সেদিন অন্যান্য রোগীদের দেখে' উল্কার বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলে এলো, কিন্তু সে একবার নেমে উল্কাকে দেখ্‌তে যেতে পার্‌লে না। উল্কার বাড়ীর সাম্‌নে মোটর আস্‌তেই সে জোরে জোরে বার দুই মোটরের ভেঁপু বাজিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে' গেলো, তার মনের সুপ্ত চৈতন্যের মধ্যে এই ইচ্ছা গুপ্ত হয়ে' ছিলো বোধ হয় যে উল্কা তার মোটরের ভেঁপুর পরিচিত আওয়াজ শুনে' উচ্চকিত হয়ে' তার আগমন প্রতীক্ষা কর্‌বে। উল্কার বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে এলো, অথচ সে তার বাড়ীর ভিতরে গেলোনা, এতেই তার মন একদিকে যেমন অত্যন্ত অস্বস্তি ও পীড়া অনুভব কর্‌তে লাগলো, অপর দিকে তেমনি আবার আনন্দও অনুভব কর্‌লে যে সে উল্কার বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে এসেও উল্কার বাড়ী অতিক্রম করে' আস্‌তে পেরেছে। উল্কার প্রতি অত্যধিক অনুরাগে সে যে তার পত্নী ব্রততীর প্রতি অন্যায় আচরণ করে' অপরাধী হচ্ছে এই চিন্তা তার মনের ভিতরে ভিতরে তাকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছিলো, তাই

আজ সে উল্কার প্রতি বিমুখ হতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌লে ; সে নিজেকে এই বলে' সান্ত্বনা দিয়ে ভোলাতে চাইলে যে সে যখন ইচ্ছা কর্‌লেই উল্কার বাড়ী না যেয়ে থাক্‌তে পারে তখন তার ভয় বা লজ্জা পাবার কোনো কারণই ঘটেনি ; তার মনের মধ্যে যে আতঙ্ক সঞ্চিত হয়ে' উঠছে তা ব্রততীর সন্দিগ্ধ চিত্তের কালো ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়।

পলাশ বাড়ীতে ফিরে এসেই ব্রততীর কাছে গিয়ে নিজের চরিত্রের সাফাই সাক্ষী স্বরূপ বল্‌লে—আজকে আমি উল্কারাণীর বাড়ীতে যাইনি।

ব্রততী হাসিমুখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—তুমি মস্ত বাহাদুরী করে' এসেছো দেখছি !

স্বামীর মুখে অপ্রতিভ হয়ে' গেলো দেখে' ব্রততী তাড়াতাড়ি আবার বল্‌লে—কিন্তু তোমার যাওয়াতো উচিত ছিলো—তুমি তাঁকে রোজ দেখতে যাবে এই সর্ত্তেই তো তুমি নিযুক্ত হয়েছো।

পলাশ স্ত্রীর এই কথা শুনে' অনেকটা প্রসন্ন হয়ে' উঠ্‌লো এবং বল্‌লে—নাঃ, আজ আর যাবো না, এইতো ভোর বেলা দেখে' এসেছি।

ব্রততী স্বামীর কথা শুনে' মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে' বল্‌লে—আজ বিকাল বেলা যদি আর কোথাও থেকে ডাক না আসে তা হ'লে বায়স্কোপে গেলে হয়, অনেক দিন যাওয়া হয়নি।

পলাশ বল্‌লে—বিকালে কোথাও থেকে খুব জরুরি ডাক না এলে আজ আর কোথাও যাবোনা, বায়োস্কোপেই যাওয়া যাবে ;

পলাশ উল্কার কাছে যাবার প্রলোভন থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পত্নীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান কর্‌লে।

সেদিন পলাশের কাছে কোনো কঠিন রোগের জরুরি ডাক এলো না ; অন্য যে দু তিনটা ডাক এলো তা তেমন সত্বর দেখা আবশ্যক নয় বলে' সে সকলকেই বলে' দিলে আজ আর সে যেতে পার্‌বে না, কাল যাবে।

বেলা যতোই পড়ে' আস্‌তে লাগলো পলাশের মন ততোই ভারাক্রান্ত ও অপ্রসন্ন হয়ে' উঠতে লাগলো ; তার মনের তলায় একটা ক্ষীণ কামনা মাঝে মাঝে উঁকি মার্‌ছিলো যে কোথাও থেকে একটা খুব জরুরি ডাক্ এসে' পড়ুক এবং সেই সূত্রে সে ব্রততীর দখল থেকে অব্যাহতি পেয়ে একবার উল্কাকে দেখে আস্‌তে পার্‌বে।

কিন্তু পলাশের মনস্কামনা পূর্ণ হলো না ; এতো বড়ো কল্‌কাতা সহরে এমন কোন একটা লোকের এমন কোনো কঠিন পীড়া হলো না যাতে সে পলাশকে তৎক্ষণাৎ যাবার জন্যে ডেকে পাঠাতে পারে ! সে যে আজ সমস্ত দিন উল্কার বাড়ীতে যায়নি এতে উল্কাই বা কোন্ তাকে ডেকে পাঠালো !

অবশেষে পাঁচটা বাজলো। পলাশ ব্রততীকে বল্‌লে—এখন তুমি কাপড় চোপড় পরে' নাও।

এতো দিন ব্রততীর কাছে তার স্বামীর যে সোহাগ ও সঙ্গ সহজ ও নিত্যপ্রাপ্য ছিলো, আজ সেই আদর ও সঙ্গলাভের সম্ভাবনা তার কাছে পরম সৌভাগ্যের রূপ ধরে' উপস্থিত; হলো

পত্নীর কাছ থেকে তৎপর ও সহজ অনুমতি পেয়ে পলাশ পুলকিত হয়ে উঠলো ; কিন্তু মনের উল্লাস যথাসম্ভব গোপন রেখে মুখ গম্ভীর করে' টেলিফোনের মুখনলের উপরে হাত চাপা দিয়ে বল্‌লে—ঐ পথ দিয়ে ঘুরে বায়োস্কোপে গেলেই হবে……

ব্রততী দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—না, তুমিই যাও, আমি আর যাবো না ; তুমি রোগী দেখতে যাবে, আর আমি বাড়ীর দরজার গোড়ায় বসে' থাকবো, সে আমি পার্‌বো না।

পলাশ ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—তুমি দরজায় বসে' থাকবে কেনো ? আমার সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে যাবে—রাণীর সঙ্গে আলাপ করে' আস্‌বে……

ব্রততী বিরক্ত স্বরে বলে' উঠলো—আমার দায় পড়েছে কারো বাড়ীতে যাবার ! তুমি ডাক্তার, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে তুমি যাও ; আমাকে কি কখনো ডেকেছে যে আমি যাবো…

পলাশ অপ্রতিভ হয়ে বল্‌লে—তা হলে থাক, আমিও যাবো না…

ব্রততী ফিরে যেতে যেতে হেসে বলে' গেলো—না, তুমি যাবে না কেনো ? অন্যত্র জায়গা থেকে ডাক এলেও তো তোমাকে যেতে হতো…

তারপর তার মনে হলো—আর এ তো শুধু রোগীর ডাক নয়, রাণীর হুকুম আর প্রাণের টান !—কিন্তু এ কথা সে ব্যক্ত করে' স্বামীকে বল্‌তে পার্‌লে না, পাছে তার স্বামী এই কথাকে

স্ত্রীর অভিমানের তিরষ্কার মনে করে। ব্রততীর উল্কাকে একবার দেখবার প্রলোভন খুব প্রবল হয়েই তার মনে বিরাজ করছে, কিন্তু সে স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে উল্কার বাড়ীতে যেতে পারলে না তার আত্মসম্মান আহত হবে বলে'ও বটে এবং তার স্বামী ও উল্কা যদি মনে করে যে সে তাদের দুজনকে পাহারা দিতে গেছে ও তার অযাচিত আগমনে তাদের রসভঙ্গ ঘটলো এই ভয়েও বটে।

পলাশ স্ত্রীর কথাকে সহজ সম্মতি অনুমান করে' টেলিফোনের মুখনলের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে—আমি এখনি যাচ্ছি...

উল্কার উৎফুল্ল মুখের মিষ্ট কথা পলাশের কানে প্রবেশ কর্‌লো—আচ্ছা...

পলাশ টেলিফোনের মুখনল নামিয়ে আংটার উপর রেখে দিতেই তার মনে হল—টেলিফোনের আলাপ যেনো একেবারে কানের কাছে মুখ রেখে কথা বলা!—

“ও-মুখ মনোরম
শ্রবণে রাখি মম
দুকথা বলো যদি প্রিয় বা প্রিয়তম,
তাতে তো কণা মধু ফুরাবে না!”

এই কথা মনে হতেই পলাশের মুখ হাসির প্রভায় প্রভাস্বর হয়ে উঠলো; সে প্রফুল্ল মুখে গিয়ে মোটরে উঠলো। মোটর

তার মনোরথের মতন সম্মুখের পথ পান করতে করতে প্রিয়তমার অভিসারে ছুটে চল্‌লো।

ব্রততী নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে নিষ্ফল বেশভূষা মোচন করতে প্রবৃত্ত হবা মাত্র তার চোখ দিয়ে হুহু করে' অশ্রুধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো, সে চেষ্টা করে'ও তা রোধ করতে পারলে না।

পলাশ তখন উল্কার ঘরে দ্রুতপদে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আবার কি অসুখ বোধ হচ্ছে?

উল্কা বিচ্ছুরিত হীরক জ্যোতির মতন উজ্জ্বল স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে' বল্‌লে—অসুখ কিছু না। একলা একলা সন্ধ্যাবেলা ভালো লাগছিলো না, তাই আপনাকে ডেকে আন্‌লাম, একটু গল্প করা যাবে। আপনি একেবারে রাত্রে খেয়ে বাড়ী যাবেন।

দুরাশার সফলতার সম্ভাবনা অনুমান করে' পলাশের চিত্ত নৃত্য করে' উঠ্‌লো।

পলাশ যখন বাড়ীতে ফিরে এলো তখন রাত এগারোটা। সে উপরে গিয়ে দেখ্‌লে ব্রততী তার খাবার ঠাঁই করে' খাবার থালা বাটি সব পিতলের ঢাকা দিয়ে ঢেকে আসনের পাশে মাটিতে বসে' একখানা বই পড়্‌ছে। পত্নীকে এতো রাত্রি পর্য্যন্ত তার খাবার আগ্‌লে বসে' থাকতে দেখে পলাশ লজ্জিত হলো। সে অপ্রস্তুত ভাবে পত্নীকে বল্‌লে—তুমি এতো রাত পর্য্যন্ত বসে' আছো?

ব্রততী ম্লান মুখ প্রফুল্ল করে' তোল্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌লে—তোমার খাওয়া না হ'লে আমি কোন্ দিন আগে শুই ?

পলাশ আবার লজ্জা পেয়ে বল্‌লে—কিন্তু আজ রাত অনেক হয়ে গেছে, তুমি এখনো খাও নি ?

ব্রততী আবার পলাশকেই পাল্টা প্রশ্ন কর্‌লে—তোমার খাওয়া না হ'লে আমি কবে আগে খেয়েছি ?

পলাশ অধিকতর কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে—আমি আজ আর খাবো না ; তুমি খেয়ে নাও।

ব্রততীর দৃষ্টিতে প্রথম মুহূর্ত্তে বিস্ময় ও দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে বিষাদ ফুটে উঠ্‌লো ; সে স্বামীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি খেয়ে এসেছো ?

পলাশ পত্নীর দৃষ্টি ও প্রশ্নের আঘাতে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, রাণী বল্‌লেন……

ব্রততী মাথা নীচু করে' বই মুড়ে নিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লে—আগে একটু খবর দিলে পার্‌তে, তা হলে এই পণ্ডশ্রম কর্‌তাম না।

পলাশ নিতান্ত কুণ্ঠার সহিত বল্‌লে—কি করে' খবর দি, আমি সেখানে যাওয়ার পর তিনি বল্‌লেন …

ব্রততী বইখানাকে তাকের উপর তুলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে উদাস স্বরে বল্‌লে—টেলিফোনে ডেকে বলে' দিলেই হতো।

পলাশ একেবারে বিব্রত হয়ে আত্ম-রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বল্‌লে—আমি তাঁকে দেখে চলে' আস্‌তে যাচ্ছি, তিনি বল্‌লেন

"অনেক রাত হয়ে গেলো, আপনি এখান থেকে খেয়ে যান, আমি নিজের হাতে রান্না করে' রেখেছি।" তখন তোমার রান্না হয়ে গেছে, তাই আর খবর দেওয়া আবশ্যক মনে করলাম না। তিনি নিজের হাতে খাবার তৈরি করেছিলেন···

ব্রততী কণ্ঠস্বরের বিষাদ কৌতুকের স্বরে যথাসম্ভব চাপা দিয়ে বল্‌লে—আমিও তো তোমার খাবার নিজের হাতে তৈরী কোরেছি।

পলাশ বল্‌লে তা তো তুমি রোজই করো।

ব্রততী এবার কেবল বল্‌লে—ও!

পলাশ পত্নীর এই একাক্ষরের উত্তর শুনে অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—রাণীর তৈরী মাছ-মাংসের খাবার আমি না খেলে ফেলা যেতো—কিন্তু এ খাবার তো তুমি খাবে···

ব্রততী খাবারের ঢাকা তুলে সরিয়ে রেখে, খাবারের থালা তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে—হ্যাঁ, তা বটে!···

ব্রততী যথাসম্ভব সহজ পদক্ষেপে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলো। রান্নাঘরে গিয়ে চাকর দাসীদের ডেকে স্বামীর জন্য সযত্নে প্রস্তুত সমস্ত খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করে' দিয়ে হেঁসেল তুলে ফেল্‌লে।

তার দাসী খেতে বস্‌তে বস্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা, তুমি খাবে নি?

ব্রততী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—না, আমার আজ আর খিদে নেই।

ব্রততী তখনই স্বামীর কাছে যেতে পার্‌লে না, পাছে স্বামী জিজ্ঞাসা করে তার খাওয়া হয়েছে কি না। সে অন্য ঘরে অনেকক্ষণ বিলম্ব করে’ যখন শোবার ঘরে ফিরে এলো তখন দেখলে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তার ঘুমন্ত মুখের উপর আনন্দ ও লজ্জার আভা মাখানো রয়েছে। ব্রততী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে এসে স্বামীর পাশে শুলো।

শুয়ে শুয়ে ব্রততী নানা কথা ভাবতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে হলো সে হয়তো অকারণে স্বামীকে সন্দেহ করে’ নিজেও কষ্ট পাচ্ছে, স্বামীকেও কষ্ট দিচ্ছে। তার স্বামী এ পর্য্যন্ত এমন কিছু অনাচারের পরিচয় দেয় নি, যাতে সে এতোদূর কাতর হতে পারে। ডাক্তারকে ডাক দিলে ডাক্তারকে রোগীর বাড়ী যেতেই হয়, তা কে জানে সন্ধ্যা আর কে জানে রাত বিরাত! কোনো বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে রাত হলে সেখানেই খেয়ে আস্‌তে অনুরোধ কর্‌লে কেউ যদি খেয়ে আসে তাতেও এমন কিছু অন্যায় করা হয় না, ভদ্রতার খাতিরে সে নিমন্ত্রণ অবশ্যই স্বীকার কর্‌তে হয়!

এই কথা মনে হতেই ব্রততীর মন প্রসন্ন ও পরিষ্কার হয়ে উঠলো। সে পরম প্রীতির আকর্ষণে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে পাশ ফিরে শুলো ও অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

*

* *

ব্রততী যখন সকাল-বেলায় ঘুম ভেঙে উঠলো তখন তার মনের সন্দেহের বোঝা একেবারে নামিয়ে ফেলে সে হাল্কা হয়ে উঠেছে। সে হাসি মুখে স্বামীকে বল্‌লে—দেখো, কদিন থেকে অকারণ সন্দেহ করে' আমি ভারি কষ্ট পেয়েছি। তুমি ডাক্তার, রোগীর বাড়ী যাও, এতে কোনো রকম মন্দ ভেবে আমি যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে' তুলছিলাম তার কথা ভাবতে এখন আমার হাসি পাচ্ছে!

পত্নীর কথার প্রত্যুত্তরে পলাশ কিন্তু স্পষ্ট করে' কিছু বল্‌তে পারলে না, সে কেবল একটু হাস্‌লে।

কিন্তু পলাশ স্ত্রীকে নিঃসন্দিগ্ধ দেখে মনে মনে খুসী হয়ে সেদিন থেকে নিয়মিত দুবেলাই উল্কার বাড়ীতে যেতে আরম্ভ কর্‌লে। যে সকাল বেলা উল্কার কাছে গিয়ে বল্‌লে—আমি মনে কর্‌ছি আপনাকে দু-বেলাই এসে দেখে যাবো…অবশ্য আপনার যদি কোনো অসুবিধা না হয়……

উল্কা প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব! আমার অসুবিধা তো হবেই না, বরং স্ববিধাই হবে, আমি সমস্ত দিন একলাটি থাকি আর কেবলই মনে হয় বুকটা বুঝি ধক্‌ধক্ কর্‌ছে! কিন্তু দুবার আস্‌তে আপনার অসুবিধা হবে না তো?

পলাশ একটু আবেগের সহিত বলে উঠলো—আমার অসুবিধা দুবার আস্‌তে! আমার যে হাজার বার আস্‌তে ইচ্ছা করে, মন পড়ে থাকে আপনার কাছে। আমি কি কেবল কর্ত্তব্যের টানেই আসি মনে করেন……

উল্কা যেনো পলাশের ভাবোচ্ছাস কিছুই শুন্‌তে পায়নি এমনি ভাবে বল্‌লে—আপনি যদি এই দিকে আর কোথাও আসেন তা হলে যখন হোক আমার এখান দিয়েও একবার করে' ঘুরে যাবেন।

কথা বল্‌তে বল্‌তে উল্কার মুখ একটু গম্ভীর ও লাল হয়ে উঠ্‌লো। তাই দেখে পলাশ আর কিছু প্রগল্‌ভতা কর্‌তে পার্‌লে না।

কিন্তু সেই দিন থেকে পলাশ নিত্য দুবার উল্কা সন্দর্শনে আস্‌তে লাগ্‌লো।

পলাশ কোনো দিন বিকালে আসে, কোনো দিন বা রাত্রি করে' আসে। সে যখনই আসে তখনই উল্কা তাকে কিছু খেয়ে যেতে অনুরোধ করে—বিকালে এলে বৈকালী চা ও জলখাবার এবং রাত্রে এলে রাত্রির আহার; প্রথম দিন সম্মত হবা মাত্র উল্কা ভৃত্যকে ডেকে বল্‌লে—ডাক্তার-বাবু হাত ধোবেন।

ভৃত্য ঘর থেকে বেরিয়ে চল্‌লো। পলাশও ভৃত্যের অনুসরণ করে" বাইরে যাবে কি না ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে উল্কার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে।

উল্কা প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—আপনি বসুন, জল এখানেই আন্‌বে। আপনি ডাক্তার মানুষ কতো রোগী ঘেঁটে আসেন…

খান্‌সামা ডাক্তারের হাত ধোবার জন্য শতকরা দশ ভাগ কার্বলিকের সাবান ও জল ডাবর তোয়ালে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো।

রূপার সাবান-দানী থেকে সাবান নিয়ে রূপার ঘটীর জলে রূপার ডাবরে হাত ধুতে ধুতে পলাশ হাসিমুখ উল্কার দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে—আপনার এখানে সবই রূপা—শুধু রূপা নয় স্বরূপা! আমাদের মতন দরিদ্রকে প্রলুব্ধ করে' তোলে!

উল্কা স্মিত হাস্য করে' দাসীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—ডাক্তার-বাবুর জলখাবার নিয়ে আস্‌তে বলো।

দাসী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতে একজন খান্‌সামা চা ও জলখাবার এনে পলাশের সাম্‌নে একটা ছোটো টেবিলের উপর রাখ্‌লে।

পলাশ প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—খাবার যে প্রস্তুতই ছিলো দেখ্‌ছি! বুভুক্ষিত অতিথির আগমন হবে জেনে আয়োজন করাইছিলো!

উল্কা আবার নীরবে শুধু হাস্‌লে।

তার পর দিন পলাশ মনে কর্‌লে—বিকাল বেলা যাওয়া ঠিক হবে না, আবার রাণী জলখাবার হাঙ্গামা কর্‌বেন; বাড়ী ফির্‌বার পথে রাত্রে দেখে যাবো।

রাত্রি করে' এসেও পলাশ দেখ্‌লে আহার্য্য প্রস্তুত। এবং রাণীর আদেশ মাত্র ভৃত্যেরা তার হাত ধোবার জল ও রাত্রের ভূরি ভোজনের আয়োজন এনে উপস্থিত কর্‌লে। পলাশ বুঝলে

তার আগমনের প্রত্যাশায় বিকালে ও রাত্রে ভোজ্য প্রস্তুতই থাকে, এবং সে এলেই যে খেতে দিতে হবে তা চাকর-দাসীদের জানিয়ে রাখাও হয়েছে!

তার পরদিন দ্বিপ্রহরে পলাশ উল্কার বাড়ীতে এসে উল্কাকে দেখে যাবার জন্য বিদায় নিয়ে উঠে হাসিমুখে বল্‌লে—এখন যে বড়ো খেতে বল্‌লেন না?

উল্কা হেসে বল্‌লে—খাবার প্রস্তুত আছে। আপনি যদি সম্মতি দেন তো এখনই খাইয়ে দিতে পারি।

পলাশ হাসিমুখে হতাশার বিষাদ মাখিয়ে বল্‌লে—আজ থাক, বিকালে রাত্রে তো খাচ্ছিই।

উল্কা হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ, সকালেও খাওয়ালে বাল্মীকির অভিসম্পাত লাগ্‌বে!

পলাশ উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে—না, তা নয়, ডাক্তারের স্ত্রীর বিরহ সহ্য হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার অনুগ্রহের উপর অধিক উপদ্রব কর্‌তে সাহস হয় না।

উল্কা বল্‌লে—তবে আপনাকে অভয় দিচ্ছি, আমার অনুগ্রহ উপদ্রব-সহ। কাল থেকে সকালেও আপনাকে খেতে হবে। হয় আপনি স্নান করে' বাড়ী থেকে বেরুবেন, নয় এখানে এসে স্নান কর্‌বেন, আপনার কাপড় জামা চটিজুতা সব আমি সংগ্রহ করে' রাখ্‌বো।

পলাশ প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—তা হলে আমাকে একেবারে আপনার বাড়ীতেই রেখে দিন না—আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর!

উল্কা প্রফুল্ল মুখেই বল্‌লে—না, এতোটা উপদ্রব আর এক-জনের সহ্য হবে না।

পলাশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে' উঠ্‌লো—আপনার অনুগ্রহ যে কতোখানি উপদ্রব-সহ তার একদিন পরীক্ষা দিতে হবে।

এ কথা যেনো শুনতেই পায় নি এমনি ভাবে উল্কা বল্‌লে—তা হলে বলা রইলো কাল থেকে আপনি দুবেলা যখনই আস্‌বেন এখান থেকে খেয়ে যাবেন। দিনে চার বারতো খান—দুবার বাড়ীতে খাবেন দুবার আমার এখানে খাবেন—ঠিক আধাআধি ভাগ।

পলাশ নমস্কার করে' বল্‌লে—যে আজ্ঞে। রাণীর হুকুম অমান্য কর্‌বার সাধ্য আমার নেই।

উল্কা আর কিছু না বলে' কেবল একটু হাস্‌লে। পলাশ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেলো।



ব্রততী স্বামীর প্রতি সন্দেহ মনে স্থান দেবে না মনে কর্‌লেও সন্দেহ সে মন থেকে তাড়াতে পার্‌ছিলো না; আজকাল পলাশ প্রায় সমস্ত দিনই বাড়ী থাকে না এবং যখন তখন উল্কার বাড়ী থেকে খেয়ে এসে বলে সে আর বাড়ীতে খাবে না। বিরক্ত হয়ে একদিন ব্রততী পলাশকে বল্‌লে—তুমি কখন কোন দিন বাড়ীতে খাবে তা যদি নির্দ্দিষ্ট করে' স্থির করে' বলে' যাও তা হলে আমার আর রোজ রোজ পণ্ডশ্রম কর্‌তে হয় না।

পলাশ অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে—তা আমি কেমন করে' ঠিক করে' বল্‌বো? আজকাল রাণীর হার্টের অবস্থা এমন হয়েছে যে কখন যে খারাপ বোধ হয় তার সময় ঠিক নেই; তাই আমারও সময় নির্দ্দিষ্ট করে' যাওয়া ঘটে না, যখন তাঁর অসুখ বোধ হয় তখনই ডাক্‌লে যেতে হয়।

ব্রততী কেবল বল্‌লে—ও!

পলাশ পত্নীর সম্মুখ থেকে আস্তে আস্তে সরে' পড়্‌লো। আগে সে স্ত্রীকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌তো না, এখন সে স্ত্রীর কাছে থাক্‌তে পারে না।

সেই দিন রাত্রে পলাশ ও ব্রততীর ঘুম ভাঙিয়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বড়ো জোরে বেজে উঠ্‌লো। ব্রততীর কানে সেই শব্দ প্রবেশ কর্‌তেই তার মন শঙ্কিত হয়ে বলে' উঠ্‌লো—ঐ রে!

পলাশ উল্কার কাছে যাবার এই সুযোগ উপস্থিত মনে করে' উল্লাসে ব্যস্ত হয়ে শয্যা ত্যাগ কর্‌লে।

বাস্তবিক উল্কার বাড়ী থেকেই ডাক এসেছে, তাকে এখনই যেতে হবে।

পলাশ তাড়াতাড়ি কেশবিন্যাস করে' ঔষধ ও যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো।

পলাশ উল্কার বাড়ীতে গিয়ে দেখ্‌লে বাস্তবিক উল্কার খুব বেশী রকম অসুখ; হৃদ্‌যন্ত্রের ধকধকানি বেড়েছে, উল্কা প্রায় মূর্চ্ছাপন্ন। পলাশ উল্কাকে একটা ইন্‌জেক্‌সান্‌ দিয়ে তার নাড়ী আর ঘড়ী ধরে বসে' রইলো।

অনেকক্ষণ পরে উল্কা একটু প্রকৃতিস্থ হলো। সে চোখ মেলে তাকিয়ে পলাশকে দেখে একটু হাস্‌লে। সে কথা বল্‌তে যাচ্ছিলো, পলাশ ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—আপনি কথা বল্‌বেন না, চুপ করে' শুয়ে থাকুন।

উল্কার সুন্দর অথচ পীড়াক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে পলাশের বাসনা দুর্দ্দম হয়ে উঠ্‌লো যে গোলাপের দুখানি পাপড়ির মতন উল্কার অধরোষ্ঠ থেকে একটি চুম্বনে তার সকল ক্লেশ শোষণ করে' তুলে নিজে নেয়। সে অনেকবার অনেক রকমে নিজের মনের ভাব উল্কার কাছে প্রকাশ করেছে, কিন্তু উল্কা একবারও তার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করা তো দূরে থাক, প্রতিবাদও করে নি; তাই পলাশের সাহস বেড়ে গিয়েছিলো, দুরাশা সংযমের সীমা লঙ্ঘন কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলো। কিন্তু

ঘরে চাকর-দাসীরা থাকাতে তার অতৃপ্ত বাসনা তার মর্ম্ম দগ্ধ করতে লাগ্‌লো।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। উল্কার ঘরের পূর্ব্ব দিকের জান্‌লা দিয়ে উষার স্নিগ্ধ গোলাপী আভা এসে উল্কার মুখের উপর পড়েছে, আর পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোৎস্না এসে তার অঙ্গে শয্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। উষার আলোকে পুলকিত দুটি কুবলয়ের মতন সুন্দর চক্ষু উন্মীলন করে' উল্কা মৃদু মধুর স্বরে ডাক্‌লে—ডাক্তার-বাবু!

পলাশ ঝুঁকে একেবারে উল্কার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌লে—কি বল্‌ছেন?

উল্কা বল্‌লে—আমি তো বুকের মধ্যে মৃত্যুর পদধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছি—"সে যে আসে আসে আসে দিন রজনী।"

পলাশ একটু অনুযোগের স্বরে বল্‌লে—অমন অলক্ষুণে কথা নিয়েও আপনার রসিকতা!

উল্কা ঈষৎ হেসে বল্‌লে—অবশ্যম্ভাবীকে অস্বীকার করে' তো কোনো লাভ নেই! আমি যদি তাকে অভ্যর্থনা না করি তবু সে জোর করে'ই আস্‌বে। কারো কাছে বলে পরাজিত হওয়ার চেয়ে তাকে ভদ্রতায় পরাজিত করা ভালো। মৃত্যুকে তাই আমি অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই তার অতর্কিত আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছি। কিন্তু আপনি আমাকে ঋণী করে' রেখে দেবেন না। আপনি কি পুরস্কার চাইবেন বলে-ছিলেন। সময় থাক্‌তে আমাকে সেটা বলুন।

পলাশের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। সে ব্যগ্র মৃদু স্বরে বল্‌লে—আমি রাণীর কাছ থেকে রাণীর মতন পুরস্কার চাই।

উল্কা হাসিমুখে বল্‌লে—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি সাধ্যাতীত না হলে আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।

পলাশের প্রাণ উল্লাসে নৃত্য করে' উঠ্‌লো, অন্য লোকে শুন্‌তে না পায় এমন মৃদু স্বরে বল্‌লে—রাণীর কাছে দীনের প্রার্থনা কেবল রাণীর কর্ণগোচরই কর্‌বো।

উল্কা ভৃত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—খান্‌সামা, ডাক্তার-বাবুর জন্যে চা তৈরি করে' নিয়ে এসো।

তার পর দাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করে' বল্‌লে—লক্ষ্মী, ডাক্তার বাবু হাত মুখ ধোবেন; বাথ-রুমে মাজন নতুন বুরুশ জিবছোলা জল ঠিক করে' দাও গে।

ভৃত্য ও দাসী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলো।

তখন উল্কা কৌতুহলোজ্জ্বল দৃষ্টি পলাশের মুখের উপর রেখে হেসে বল্‌লে—এখন বলুন।

পলাশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো। সে বল্‌লে—আমি খুব বেশী কিছু চাইবো, অভয় দেন তো বলি।

উল্কার চোখ দুটি কৌতুকে উল্কার মতনই জলে' উঠ্‌লো, সে হাসিমুখে বল্‌লে—আপনাকে আমি অভয় দিচ্ছি......

উল্কার মুখের কথা মিলিয়ে যাবার আগেই পলাশ আবেগ-

ভরে দুই হাতে উল্কার দুই হাত চেপে ধরে' উন্মত্তের মতন বলে' ফেল্‌লে—আমি তোমাকে চাই রাণী, তোমাকে চাই !

"তোমারে না পেলে আমার এ যাতনা ঘুচিবে না !
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিবে না মিটিবে না !"

পলাশ যে এই রকম কোনো প্রার্থনা কর্‌বে তা উল্কা আগেই অনুমান করে' রেখেছিলো, তবু পলাশের মুখ থেকে সেই কথা শোন্‌বার বাসনাও তার প্রবল হয়ে উঠেছিলো। সে পলাশের প্রার্থনা শুনে আশ্চর্য্য বা ক্রুদ্ধ হলো না, কিন্তু তার মুখে ঊষার গোলাপী আভা ফুটে উঠ্‌লো। সে ধীরে ধীরে নিজের হাত পলাশের মুষ্টি থেকে মোচন করে' নিলে।

পলাশ আত্মবিহ্বল হয়ে বল্‌লে—তবে কি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না রাণী ?

উল্কা মুখ লাল ও দৃষ্টি নত করে' মৃদুস্বরে বল্‌লে—মঞ্জুর।

পলাশ অপ্রত্যাশিত লাভের আনন্দে অধীর হয়ে বলে' উঠ্‌লো—কবে রাণী কবে আমি আমার পুরস্কার পাবো ?

উল্কা লজ্জাভরা দৃষ্টি তুলে বল্‌লে—আস্‌ছে দোল-পূর্ণিমায় !

পলাশ আত্মহারা হয়ে উল্কাকে চুম্বন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে, দাসী ঘরে প্রবেশ করে' বল্‌লে—ডাক্তার বাবুর মুখ ধোবার জল দেওয়া হয়েছে।

উল্কা হাসিতে কৌতুক বিকীর্ণ করে' বল্‌লে—যান, মুখ ধুয়ে আসুন।

পলাশ উঠে যেতে যেতে চাপা স্বরে বলে' গেলো—

“এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছো কই ?”

উল্কার মুখ লজ্জায় আনন্দে কৌতুকে ঝলমল করতে লাগ্‌লো, কে বল্‌বে যে কিছুক্ষণ আগে তার অসুখের কষ্টে মূর্চ্ছা হয়েছিলো।



প্রতীক্ষার উদ্বেগ বুকে বহন করে' পলাশের উনিশ দিন কেটে গেলো। আজ দোল-পূর্ণিমা। লালসার নেশায় সে সকাল থেকেই বিহ্বল হয়ে আছে। সে দুপ্রহরের সময় উল্কার বাড়ীতে গিয়ে মদির দৃষ্টিতে উল্কার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—আজ দোল-পূর্ণিমা! আজ অঙ্গীকৃত বর দিতে হবে।

উল্কা লজ্জিত দৃষ্টি নত করে' আরক্ত মুখে বল্‌লে—আচ্ছা সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ রইলো।

পলাশ আবেগভরে বলে' উঠ্‌লো—কিন্তু আর যে বিলম্ব সহ্য হয় না!

উল্কা কুন্ঠিত মৃদু স্বরে বল্‌লে—সবুরে মেওয়া ফলে!

পলাশ উৎফুল্ল স্বরে বল্‌লে—সেই অমৃত ফলের আশাতেই তো মুহূর্ত্ত গণ্‌ছি! দয়াই যদি কর্‌বে তুমি তবে এতো কষ্ট দিলে কেনো?

উল্কা মৃদু হেসে বল্‌লে—সহজপ্রাপ্য বস্তুকে কোনো লোক সমাদর করে না।

পলাশ আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে' উঠ্‌লো—কিন্তু

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

পলাশের ভাবাতিশয্যের প্রলাপ শুনে উল্কার মুখ এমন বিবর্ণ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো যে পলাশ তা দেখে স্থদের লোভে মূল হারাবার ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—এখন তবে যাই, সন্ধ্যার পর আস্‌বো।

উল্কা অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—আস্‌বেন।

পলাশ বাড়ী গিয়ে সমস্ত দিন দারুণ অস্বস্তিতে প্রতিক্ষণ গুণ্‌তে লাগ্‌লো। অবশেষে যখন সন্ধ্যা হয়ে এলো তখন পলাশ উৎফুল্ল হয়ে বিশেষ রকম প্রসাধনে মনোনিবেশ কর্‌লে। খুব দামী স্থগন্ধ সাবান মেখে স্নান করে' নূতন জরি-পাড় কাপড়, জালী গেঞ্জি, গরদের পাঞ্জাবী, জরি-পাড় কোঁচানো চাদর, পম্প্‌ শু পরিধান কর্‌লে; তার পর জামায় চাদরে রুমালে খুব দামী এসেন্সের শীকর সংপৃক্ত করে' আয়নায় দু-তিনবার মুখ দেখে চুল আঁচ্‌ড়ে সে অভিসার-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো।

আজ সমস্ত দিন ব্রততীও চঞ্চল ও ম্লান হয়েছিলো এবং বারম্বার সে পলাশের গতিবিধি লক্ষ্য করে' করে' দেখ্‌ছিলো; তার মনের মধ্যে যে একটা উদ্বেগ লুক্কায়িত হয়ে তাকে পীড়া দিচ্ছে, তা পলাশ একটু মনোযোগ কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌তো, কিন্তু উল্কাময়-মানস পলাশের আর কোনো দিকে মন দেবার অবসর ছিলো না।

সন্ধ্যার সময় যখন ব্রততী দেখ্‌লে পলাশ বিশেষ মনোযোগের

সহিত প্রসাধন করতে নিযুক্ত হয়েছে, তখন ব্রততীর মুখ অকস্মাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো ; সেও তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নূতন বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে উৎসব-বেশ ধারণ কর্‌লে। এবং হাস্য-বিকশিত মুখে প্রসাধন-রত স্বামীর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো।

পলাশ মাথার চুল বুরুশ কর্‌ছিলো, টেবিল-আয়নার ভিতরে প্রফুল্লমুখী পত্নীর প্রতিচ্ছায়া দেখে মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি কোথায় যাবে ?

ব্রততীর প্রফুল্ল মুখের উপর দিয়ে সন্দেহ ও আশঙ্কার একটা কালো ছায়া ভেসে চলে' গেলো। পরক্ষণেই সে আবার মুখে হাসি মাখিয়ে বল্‌লে—তুমি কোথায় যাচ্ছো শুনি ?

পলাশ বল্‌লে—আমার এক জায়গায় নেমতন্ন আছে, আজ আর বাড়ীতে খাবো না, আমার ফির্‌তে একটু বেশী রাত হতে পারে।

পলাশ উঠে হাতীর দাঁতের বাঁট দেওয়া একটা নূতন ছড়ি হাতে নিয়ে ঘর থেকে গমনোদ্যত হলো।

ব্রততীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো, মুখ ম্লান হতাশা-কাতর হয়ে উঠ্‌লো। সে বল্‌লে—আজ দোল-পূর্ণিমা, আজ তুমি বাইরে চল্‌লে ?

পলাশ একটু ফিরে তাচ্ছিল্যের স্বরে বল্‌লে—সন্ধ্যাবেলা আর কেউ গায়ে রং দেবে না, আর আমি তো মোটরে যাবো।

ব্রততীর বুকে কে যেনো ভারী পাথর চাপিয়ে তার কণ্ঠরোধ করে' দিলে, তার মুখ বেদনাক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। সে একটু ক্ষণ

নির্বাক হয়ে থেকে ব্যথিত মৃদু স্বরে বল্‌লে—আজ আমাদের বিয়ের দিন!

পলাশ মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বল্‌লে—ও! আমার সে কথা মনেই ছিলো না! কিন্তু আর কতোকাল ছেলেমানুষী আর কবিত্বের ঢং করা যাবে। বিশেষ আজকে আমার নেমতন্ন আছে.........

ব্রততীর মুখ এমন বিবর্ণ বেদনাতুর হয়ে উঠ্‌লো যে পলাশ তার প্রতি অনুকম্পাতে ও নিজের আচরণের লজ্জাতে ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—আচ্ছা, আমি ফিরে আসি, তার পর আমাদের বিয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠান করা যাবে।

ব্রততী প্রস্তর-প্রতিমার মতন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পলাশ তার দিকে আর তাকাতে না পেরে কুণ্ঠিত ও ব্যস্ত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান কর্‌লো।

ব্রততী একলা হতেই তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝাঁপিয়ে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

পলাশের মনটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সে যতোই উল্কার বাড়ীর সন্নিহিত হতে লাগ্‌লো তার মন ততোই উত্তেজনার নেশায় আবিষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো এবং শীঘ্রই ব্রততীর অস্তিত্ব মন থেকে মুছে ফেলে উল্কার সঙ্গে প্রথম মিলনের মাদক মোহ তার সমস্ত মন জুড়ে বসলো।

পলাশ উল্কার বাড়ীর দরজায় নেমেই দেখ্‌লে উল্কা-রাণীর মোটর-গাড়ী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পলাশের বুকটা ছ্যাঁৎ করে' উঠ্‌লো—রাণীর অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

পলাশ বড়ো বড়ো করে’ পা ফেলে তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে উঠলো। দেখলে উল্কা নিত্যকার মতনই রূপালি জড়ি-পাড় শুভ্র বসন-মণ্ডিতা হয়ে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মতন ঝলমল করছে! পলাশ তাকে দেখেই বলে’ উঠলো—তবু ভালো! আমার ভয় হচ্ছিলো অসুখ-বিসুখ করেছে বুঝি বা!

উল্কা হেসে বল্‌লে—আজ অসুখ কর্‌লে যে সব আমোদ মাটি হয়ে যেতো!

পলাশের মন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। সে ঘরের দুই দরজায় চাকর ও দাসীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—আমি যে আমার পুরস্কার পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি! আমার হাতে স্বর্গলাভের পথের দুটো কাঁটা তুমি দয়া করে’ সরিয়ে দাও……

উল্কা লজ্জিত স্মিতমুখে বল্‌লে—আপনি আগে খেয়ে নিন্ তবে তো………

পলাশ ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—না না, তুচ্ছ খাওয়া তো রোজই খাচ্ছি, কিন্তু সুদুর্লভ সুখ-মিলন তুমি বিলম্বিত কোরো না……

উল্কা একটু গম্ভীর ও চঞ্চল হয়ে বল্‌লে—আপনি ততোক্ষণ খেয়ে নিন, আমি প্রস্তুত হইগে।

পলাশ ব্যগ্র স্বরে বল্‌লে—আমার খাবার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না, তুমি শিগ্‌গির প্রস্তুত হয়ে নাওগে।

উল্কা কাউচ্ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আমি আপনার খাবার সময় কাছে থাকতে পার্‌লাম না, ক্রুটি মার্জ্জনা……

পলাশ ব্যস্ত হয়ে উল্কার কথায় বাধা দিয়ে বলে' উঠলো—তুমি যতো বিলম্ব করছো তোমার ত্রুটি ততো অমার্জ্জনীয় হয়ে উঠছে, তুমি যাও.........

উল্কা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে চাকর-দাসীদের বলে' গেলো—ডাক্তার-বাবুর খাবার এনে দাও।

উল্কা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই চাকর একজন ঘরে এসে পলাশকে বল্‌লে—হুজুর, খাবার দেওয়া হয়েছে এই পাশের ঘরে।

পলাশ পাশের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে পুরু নরম কার্পেটের আসনের সাম্‌নে রূপার পাত্রে পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন পোলাও লুচি সাজানো আছে। সে যখন ক্ষুণ্ণ মনে খেতে বস্‌লো তখন রাণী উল্কার দ্বারোপান্তে যে মোটর-গাড়ী সে দেখে এসেছিলো সেই রল্‌স্-রয়েস্ কার্ নিঃশব্দে সেখান থেকে প্রস্থান কর্‌লো।



ব্রততীর বিবাহ হয়েছে ছয় বৎসর। এর আগে কোনো বৎসর তার বিবাহ-বাসরের বাৎসরিক উৎসব বাদ পড়েনি, পলাশই নিজে উদ্‌যোগী হয়ে এর আয়োজন করে' এসেছে। আজও সে তার স্বামীকে লুকিয়ে উৎসবের আয়োজন করেছিলো, কিন্তু তার স্বামী তাকে হতাশ করে' চলে' গেছে! তার স্বামী যদি কোথাও কাজে চলে' যেতো তা হলে তার এত কষ্ট হতো না, কিন্তু সে যে কোথায় গেছে তা তো ব্রততী মনে মনে অনুমান করতে পেরেছে, তাই ব্যথায় তার মন কাতর হয়ে উঠেছিলো। সে তার শোবার ঘরের মেঝেয় আল্‌পনা দিয়ে তার উপরে আল্‌পনা-দেওয়া বড়ো পীঁড়ি পেতে স্বামীকে বসায় এবং ফুলের মালা গলায় দিয়ে কপালময় চন্দনের বিন্দু থরে থরে এঁকে দেয়; পলাশও বরাবর তাকে ফুলের মালা পরিয়ে কপালে ক'নে-চন্দন দিয়ে দিয়েছে, আর তার পরে দুজনে মালা-বদল করে' বিবাহের সুখস্মৃতিকে নূতন করে তুলেছে; রাত্রে তারা এক-সঙ্গে এক পাত্র থেকে মধু আস্বাদ করে' ও ব্রততীর স্বহস্ত-পক্ব বিবিধ মিষ্টান্ন আহার করে' ফুলশয্যায় রজনী যাপন করেছে পরস্পরের বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে ফুলের স্বপ্ন দেখে। আজ তার

সব আয়োজন পণ্ড করে', তার আশা নিষ্ফল করে' তার স্বামী অপরের অভিসারে যাত্রা করেছে! সে চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে আল্‌পনা-দেওয়া পীঁড়ির উপর স্বামীর ফটোগ্রাফের ফ্রেম বসিয়ে তাকেই মাল্যদান করেছে, আর সেই ফটোগ্রাফের গলা থেকে খুলে নিয়ে জুঁইফুলের গড়ে' মালা নিজের গলাতেও পরেছে। সে স্বামীর ফটোগ্রাফের দুধারে দুটো বাতিদানে বাতি জ্বেলে দিয়েছে, ধূপ-দানীতে ধূপের ধোঁয়া দিয়েছে, তার স্বহস্ত প্রস্তুত মিষ্টান্নের ও মধুর পাত্র সে ফটোগ্রাফের সাম্‌নে রেখে দিয়েছে। সে স্বামীর ফটোগ্রাফের সাম্‌নে শিথিল হয়ে বসে' আছে, তার দুই হাত জোড় হয়ে কোলের উপরে পড়ে' আছে, আর তার মলিন বিবর্ণ গালের উপর দিয়ে মন্দাকিনী-ধারার মতন স্বামীপ্রেমে পবিত্র অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌ছে! ব্রততী মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মতন বসে' বসে' ভাব্‌ছে এই বাৎসরিক উৎসবে কবে তার স্বামী তাকে কি প্রণয়ের পরিচয় দিয়েছে, কি আদর করে' তার স্বামী ভক্তি ও প্রীতিকে পুরস্কৃত করেছে; কিন্তু আজ সে কি পাপে সেই সুখ-স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হলো? তার স্বামী এতোক্ষণ হয়তো উল্কার বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে হাসিমুখে কতো চাটুবাণীই বল্‌ছে যা কেবল তারই একার প্রাপ্য বলে' এতোদিন তার ধারণা ছিলো। এই কথা মনে হতেই তার মনের সাম্‌নে তার স্বামীর ও উল্কার যে ছবি ফুটে উঠ্‌লো তাতে তার অশ্রুধারা দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো।

হঠাৎ কার মৃদু পদশব্দ শুনে অশ্রুসমাচ্ছন্ন চক্ষু দরজার দিকে

ফিরিয়ে ব্রততী দেখ্‌লে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক দেবী-প্রতিমা! সে বিদ্যুৎবর্ণা, তার বেশ-বাস সব সুশুভ্র, তার অঙ্গ বেষ্টন করে' শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্রের রূপালি জরির পাড় আলো লেগে বিদ্যুল্লতার মতন চকচক করছে! সেই সুন্দরীর পদ পল্লবে সাদা চাম্‌ড়ার উপর সাদা রেশম ও রূপালি চুম্‌কির কাজ করা, তার হাতে একটি বৃহৎ উজ্জ্বল হীরার আংটি! তার অঙ্গে আর কোনো অলঙ্কার নেই, কিন্তু অভূষণা সেই রূপসী সহজ লাবণ্যে ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়ে ঝলমল করছে! এবং তার নয়ন-কুবলয় থেকে মমতা করুণা আর সমবেদনা যেনো অমৃত প্রস্রবনের মতন ক্ষরিত হয়ে পড়ছে।

এই অদৃষ্ট পূর্ব্বা অপরিচিতা সুন্দরীর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করে'ই ব্রততী যা লক্ষ্য করলে তাতেই তার কেমন মনে হলো এই উল্কা! সুন্দরী বটে! ভুবনমনমোহিনীর রূপলাবণ্যে আমার রমণী হৃদয় যদি মুগ্ধ হয়, তবে আর পুরুষের অপরাধ কি!

ব্রততী ভাল করে নিজের মনের ভাব ও চিন্তা গুছিয়ে নেবার আগেই উল্কা মমতা মধুর মৃদু স্বরে ব্রততীকে বল্‌লে—বৌদিদি, ঘরে যখন আগুন লেগে সর্ব্বস্ব পুড়ে যেতে বসেছে তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে চোখের জল ঢেলে সে আগুন কি নেবানো যাবে? তুমি উঠে এসো, চলো আমার বাড়ীতে, সেখানেই তোমার বিবাহ-বাসরের বাৎসরিক উৎসবের ফুলশয্যা আমি পেতে রেখে এসেছি, তুমি তোমার পলাতক স্বামীকে বাহুপাশে বেঁধে হৃদয় মন্দিরে বন্দী করে' ফিরিয়ে আনবে চলো। আমি শুনেছিলাম তোমাদের

বিবাহ হয়েছিলো দোল-পূর্ণিমায়, তাই আমি বেছে বেছে আজকার এই বসন্ত পূর্ণিমায় তোমার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করেছি তোমাদের ফুলশয্যা সাজিয়ে। বিলম্ব কর্‌বার সময় নেই, এসো; তোমার স্বামী আমার বাড়ীতে তোমার অপেক্ষা কর্‌ছেন।

উল্কা এমন মধুর স্বরে মমতা ঢেলে এই কথাগুলি বল্‌লে যে সে যখন ব্রততীর হাত ধরে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে তখন ব্রততীর অশ্রুসাগর আরো উথলে উঠলো, কিন্তু সে মন্ত্রমুগ্ধার মতন উল্কার আকর্ষণে উঠে তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে উল্কার মোটরে উঠ্‌লো।

উল্কার মোটর আবার নিঃশব্দে এসে উল্কার বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালো।

*

*

পলাশ মানসিক উত্তেজনার জন্য আজ বেশী কিছু খেতে পারে নি; সে শীঘ্রই আহার সমাপ্ত করে' আবার এসে উল্কার ড্রয়িং-রুমে বসেছে এবং অস্থির চঞ্চল চিত্তে উল্কার আহ্বানের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গুণছে।

একজন দাসী এসে পলাশকে বল্‌লে—রাণীমা আপনাকে শোবার ঘরে যেতে বল্‌লেন।

পলাশের প্রাণ অকস্মাৎ আনন্দের আবেগে এমন লাফিয়ে উঠ্‌লো যে দেহ তার অবশ শিথিল হয়ে গেলো। সে কম্পিত হৃদয় চরণ নিয়ে দাসীর অনুসরণ করে' চল্‌লো উল্কার শয়ন-কক্ষে! দাসী এক ঘরের দ্বারের কাছে গিয়ে বল্‌লে—"এই ঘরে।" এবং সে সেখান থেকে চলে' গেলো।

পলাশ তো এ বাড়ীর প্রায় সকল ঘরই চেনে। এটি উল্কার শয়ন-কক্ষ! এই ঘরে সে কয়েকবার উল্কাকে চিকিৎসা করতে গিয়েছে; এই ঘরের কোথায় কি আস্‌বার সরঞ্জাম আছে তা তার মুখস্থ হৃদয়স্থ হয়ে আছে। ঘরের দ্বারে ফুলের মালার সারি ঝুলিয়ে দ্বারের পর্দ্দা করা হয়েছে! ঘরের ভিতর অন্ধকার!

পলাশ এক মুহূর্ত্ত থম্‌কে দাঁড়িয়ে, ফুলের মালার ঝালর

সরিয়ে অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে' আবার সে একবার থমকে দাঁড়ালো। ফুল চন্দন ধূপ ধুনা অগুরু গুগ্‌গুল লোবান প্রভৃতির সুরভি ঘরের বাতাস ঘন করে' তুলেছে, সুগন্ধ যেনো উল্কার নিশ্বাসের মতন পলাশকে ঘিরে জড়িয়ে ধরলো। সে বাসনার নেশায় উন্মত্ত হয়ে পালঙ্কের দিকে এগিয়ে চললো। তার পা টলছে, বুক কাঁপছে, দুর্লভ সুখাতিশয্যের বেদনা তার চেতনা হরণ করছে। ঘর অন্ধকার! উল্কার প্রথম মিলনের লজ্জার রূপ ধরে' এই কালো অন্ধকার পলাশের চোখে উষার গোলাপী আভায় রঙীন হয়ে উঠ্‌লো! ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত, জান্‌লা দরজা বন্ধ, বাইরের দালানেও আলো নেই। জান্‌লার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আভাস আর দূরের আলো যা ভেসে এসে ঘরের অন্ধকারকে ফিকে করে' তুলেছিলো তাতে পলাশ দেখলে পালঙ্কের উপর তার মিলনের জন্য অপেক্ষা করছে এক নারীমূর্ত্তি! সে উল্লাসে সৌভাগ্যে অধীর হয়ে বেলাভূমির উপর সাগর তরঙ্গের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো পালঙ্কের উপর এবং দুই হাতে সেই প্রতীক্ষমানা নারীকে আলিঙ্গন করে' উন্মত্তের মতন তার সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন বর্ষণ করতে করতে ভাবাবেশ কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলো—

অদ্য মে সফলং জন্ম, অদ্য মে সফলা ক্রিয়া,
সঙ্গমং তে লব্ধং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতৈঃ ফলৈঃ।

পলাশ অনুভব করলে তার আলিঙ্গনপাশবদ্ধা পুষ্পাভরণা, তার শয্যা পুষ্পময়ী, তার স্পর্শ পুষ্পপেলব! কিন্তু সেই নারী

প্রথমমিলনভীতা বেপথুমতী! সেই নারী আপনাকে পুরুষ-বাহুপাশ থেকে মুক্ত করতে চেষ্টিতা!

পলাশ আলিঙ্গন দৃঢ় করে' বলে' উঠ্‌লো—অয়ি প্রথমপ্রণয়-ভীতে! আমার এ "রাহুর প্রেম" থেকে তোমার অব্যাহতি নেই—

"তুই তো আমার বন্দী সোহাগিনী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে।
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি পায়েতে,
দেখি কে খুলিতে পারে!"

তুমি উল্কা! তুমি ক্ষণপ্রভা! তা আমি জানি! এতো সুখ-সৌভাগ্য মানুষের চিরদিন থাকতে পারে না, কিন্তু যতোটুকু পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট! এক মুহূর্ত্তও যে আমি তোমাকে বক্ষে ধারণ করতে পেরেছি এই আমার জীবনের চরম লাভ, মরণের পরম পাথেয়!

পলাশ দেখলে এই কথা শুনবা মাত্র উল্কা কান্নায় লুটিয়ে পড়লো এবং তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। উল্কার এই চেষ্টা ও কান্না প্রণয় ক্রীড়া মনে করে পুলকিত হয়ে পলাশ জোর করে' মুখে চুম্বন করতে করতে তার উন্মুক্ত বাহুতে হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লে—

"আনন্দময়ী মূরতি তুমি!
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি'!"

আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা ?
অমৃত সরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা !”

অন্ধকারেই পলাশ অনুভবে বুঝলে তার এই কথা শুনেই উল্কা তার বাহুপাশ মুক্ত হবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলো এবং তার রুদ্ধ রোদন সে কিছুতেই সংবরণ করতে পারছে না। উল্কা তার আলিঙ্গন ছাড়িয়ে চলে' যায় দেখে পলাশ আবার ভাবাবিষ্ট কণ্ঠে বলে' উঠলো—আজ ব্রততীর বিবাহ-দিন, সে আমার মিলনের জন্যে সজ্জিতা হয়ে অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু আমি তাকে উপেক্ষা করে' তোমার কাছে ছুটে এসেছি। লক্ষ ব্রততী তোমার চরণের রূপ মাধুর্য্যের নিছনি হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি যেতে পারে! তোমার একরাত্রির প্রসাদ অন্য লক্ষ রমণীর আজীবনের আত্মদানকে তুচ্ছ করে দেয়!

এই কথা শুনবামাত্র পলাশের বাহুপাশ বিচ্ছিন্ন করে' উল্কা পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে পড়ে' পলায়নোদ্যতা হলো!

উল্কা অন্ধকারে কোন্ দিকে যাচ্ছে স্থির করতে না পেরে পলাশও এক লম্ফে পালঙ্ক থেকে ভূমিতে অবতরণ করে' বিদ্যুৎ-বাতির চাবি পট করে' টিপে দিলে! আর চক্ষের নিমেষে বিজলী ঝাড়ের উজ্জ্বল তীব্র আলোক ঘর ভরে' গেলো।

অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ আলোকোদ্ভাসে ছন্নদৃষ্টি হয়েও

পলাশ পলায়মানাকে দেখে সবিস্ময় বিরক্তির স্বরে বলে উঠ্‌লো
—ব্রততী! তুমি! তুমি এখানে!

ব্রততী নিজের কানে স্বামীর মুখে অপর নারীর স্তুতি শুনে ব্যথিত হয়েছিলো; আরো বেশী ব্যথিত হয়েছিলো এই জন্য যে তার স্বামী আজ যে সব কবিত্ব-কথা অপরের উদ্দেশ্যে বর্ষণ কর্‌ছিলো তা কতোদিন তাকেই উদ্দেশ করে' বলেছে! সে নিজের ব্যথায় ও স্বামীর লজ্জা পাবার সম্ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে স্বামীর আলিঙ্গনপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌তে চেষ্টা করছিলো। সে স্বামীর আদর থেকে পালিয়ে বাঁচবার, জন্য পালঙ্ক থেকে নেমে পড়েছিলো, কিন্তু অপরিচিত ঘরে অন্ধকারে পথ চিনে বাহিরে পালাতে পারার পূর্ব্বেই পলাশ যেই বিজলী-আলোর ঝাড় জ্বেলে দিলে অম্‌নি ব্রততী লজ্জায় ভয়ে বেদনায় দুঃখে কাতর হয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো; অশ্রু-সমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পথ দেখে নিয়ে কম্পিত চরণ টেনে সে পলায়ন কর্‌তে পার্‌লো না, চোখে আলো-আঁধারি লেগে সে অন্ধপ্রায় অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু স্বামীর বিস্মিত বিরক্ত বচনের আঘাতে তার চেতনা ফিরে এলো, তার সর্ব্বাঙ্গের পুষ্পাভরণ তাকে ধিক্কার ও লজ্জা দিতে লাগলো; কিন্তু সে নিজের লজ্জার চেয়ে স্বামীর লজ্জা প্রবল ভাবে অনুভব কর্‌লে এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতর হয়ে সে স্বামীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো এবং কান্নায় গলে' গিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে' উঠলো—আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো!

পলাশ মুহূর্ত্ত মাত্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মরণাধিক লজ্জায় অভিভূত হয়ে সেই ঘর থেকে বেগে বাহির হয়ে পালালো, যেনো কোনো ভয়ানক বিপদের তাড়নায় সে পলায়ন করছে।

পলাশ পলায়ন করলো দেখে ব্রততী মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো এবং তার অশ্রুজলের উৎস উন্মুক্ত হয়ে গেলো।

ক্ষণকাল পরে ম্লান কাতর মুখে উল্কা নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে এসে ব্রততীকে দুই হাতে স্নেহের সহিত ধরলে এবং ব্যথিত কণ্ঠস্বরে মমতা ও অনুতাপের কাতরতা ঢেলে দিয়ে বললে—বৌদিদি ওঠো ভাই, আমাকে, ক্ষমা করো......এমন যে হবে আমি তা আগে বুঝতে পারি নি......

ব্রততী মমতার মধুর আস্বাদ পেয়ে শান্ত হওয়া দূরে থাক আরো অধিক উচ্ছ্বাসিত ক্রন্দনে আকুল হয়ে বললে—দিদি, তিনি লজ্জা পেয়ে অপমানিত হয়ে পালিয়ে গেলেন! তিনি কি আর কখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন, না তিনি সহজ ভাবে আমার সামনে আসতে পারবেন? আর আমিই কি তাঁকে আগের মতন শ্রদ্ধা ভক্তি করতে পারবো, না ভালোবাসতে পারবো? এ আমার কী সর্ব্বনাশ হলো! আমি এমন কী পাপ ক'রেছিলাম!

উল্কা নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে ব্রততীর চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—তুমি কোনো পাপ করো নি বৌদিদি, পাপ করেছেন তোমার স্বামী, আর অন্যায় করেছি আমি। পাপ যেনো ভূমিকম্পের মতন; পৃথিবীর গোপন অন্তরে কোথায়

সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয় আর তার কম্পন লাগে কতো দেশে আর কতো নিরীহ নরনারীশিশু সেই উৎপাতে মারা যায় ; তেমনি পাপ জমে একজনের চিত্তে, তার ফলভোগ করে নিরপরাধ অপরে। তোমার স্বামী আমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন জেনেই আমার উচিত ছিলো দৃঢ় ভাবে তাঁকে শাসন করে' দেওয়া ; আমি তা করি নি, হয় তো বা কৌতুকের বশে আমি তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছি ; হয় তো বা আমার মনের অন্তরালেও একটু লালসা গোপন হয়ে ছিলো। আমি যে অন্যায় করে অনর্থ ঘটিয়ে তুল্‌লাম তার অনুতাপে আমার চিত্ত পুড়ে যাচ্ছে, এর প্রতিকার যে কি করে' হবে তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

উল্কা ব্রততীকে সান্ত্বনার কথা বল্‌লে না, বরং ভয়ের কথা বল্‌লে, এতে ব্রততী উল্কার দুঃখ প্রকৃত বলে' জেনে সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—তোমার দোষ নেই দিদি, তুমি ভালো ভেবেই আমাকে এখানে এনেছিলে। আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমার কপাল ভেঙে গেলো। এখন আমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।

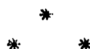
উল্কা আদরের স্বরে বল্‌লে—চলো, আমি তোমায় বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার সুখ আমি নষ্ট করেছি। সেই নষ্ট ধন উদ্ধারের জন্য তুমি আমাকে যা কর্‌তে বল্‌বে আমি তাই কর্‌বো।

ব্রততী চোখ মুছে বল্‌লে—আমার সঙ্গে তোমার গিয়ে কাজ নেই দিদি। তিনি যদি বাড়ীতে গিয়ে থাকেন, তা হলে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখ্‌লে তিনি দ্বিগুণ লজ্জা পাবেন।

উল্কা বল্লে—তবে তুমি একলাই যাও। কিন্তু আমাকে তোমার বন্ধু বলেই তুমি মনে রেখো।

ব্রততী নীরবে ম্লান দৃষ্টিতে উল্কার মুখের দিকে চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চল্লো।

উল্কা ব্রততীর হাত ধরে' বল্লে—চলো, তোমাকে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে আসি।



পলাশ পলাতকা প্রেয়সীকে ধর্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি ইলেক্‌ট্রিক আলোর ঝাড় জ্বেলে দিতেই উল্কার স্থানে ব্রততীর আবির্ভাব দেখে এক মুহূর্ত্ত সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো যে এ কী মায়ার খেলা। তার পরের মুহূর্ত্তে তার মনে হলো যে নিশ্চয় ব্রততী গোয়েন্দার মতন তার পিছনে পিছনে ছুটে এসে উল্কার স্থান অধিকার করেছে।, এই চিন্তা মনে উদয় হতেই তার মন ব্রততীর প্রতি বিরক্তি ঘৃণা ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তেই তার আবার এও মনে হলো যে ব্রততী তার পিছনে পিছনে এতো দ্রুত এলো কেমন করে'? বাড়ীর মোটর-গাড়ী তো সে নিজে নিয়ে এসেছে; ট্যাক্‌সি ডেকে আস্‌তে তো দেরী হতো; আর সে কার সঙ্গেই বা এসেছে? সে যদি এলোই তো উল্কার স্থান সে গ্রহণ কর্‌লে কেমন করে'? ব্রততীর আগমন জান্‌তে পেরে উল্কার তো তাকে সতর্ক করে' দেবার কথা, কিন্তু উল্কা তো দিব্য নিঃশব্দে অন্তর্হিতা হয়েছে! তবে কি এই ব্রততী-বদল উল্কারই কার্‌সাজী!—তবে মুহূর্ত্ত ত্রয়ের মধ্যে এই চিন্তা পলাশের মনের উপর দিয়ে বয়ে যেতেই তার লালসা এমন বীভৎস কুৎসিত মূর্ত্তিতে তার মানস-নেত্রের সম্মুখে এসে উপস্থিত

হলো যে পলাশ আর ব্রততীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, উল্কার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনাও তাকে লজ্জা দিয়ে তাড়না করতে লাগলো। তখন পলাশ নিজের লালসার কুৎসিত দৃশ্যের ভয়ে ও লজ্জায় কাতর হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলে। সে এক রকম ছুটে গিয়ে মোটরে উঠতেই শোফার গাড়ী বাড়ীর দিকে চালিয়ে দিলে।

পলাশ গাড়ীতে বসে' বসে' ভাবতে লাগলো কী কুৎসিত বীভৎস ব্যাপারই ঘটে' গেলো! উঃ কী দারুণ লজ্জা! এই লজ্জা থেকে কোথায় সে লুকাবে? ব্রততীকে কেমন করে' সে মুখ দেখাবে? গৃহত্যাগ করে' কোথাও পালিয়ে গেলে ব্রততীর ব্যথিত-তিরস্কার-ভরা দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু ঐ লজ্জা তো শুধু ব্রততীর কাছে নয়, তার নিজের কাছেও তো সে লজ্জিত, নিজের মনের ধিক্কার থেকে সে পরিত্রাণ পাবে কি উপায়ে? আত্মহত্যা? তাতে তার এই বর্ত্তমান দেহটা নষ্ট হবে, কিন্তু সে তো যেমনকার তেমনি থেকে যাবে! তার নিজের কাছ থেকে, ধর্ম্মের কাছ থেকে, ভগবানের কাছ থেকে পলায়নের পথ তো কোথাও নেই! তবে এক ব্রততীর কাছ থেকে পালিয়ে কি হবে? বরং তার হাত থেকে দণ্ড গ্রহণ করলে তার লজ্জা অনেক সহনীয় বোধ হবে।—পলাশ এই ভেবে বাড়ীতেই ফিরে গেলো।

পলাশ বাড়ীতে গিয়েই অনুভব করলে—ব্রততীর গৃহলক্ষ্মী মূর্ত্তির সেবা যেনো চারিদিকে মূর্ত্তি ধরে' তাকে সমাদর করে'

অভ্যর্থনা করছে। এতোদিন সে ব্রততীর সেবায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠাতে ব্রততীর এই কল্যাণীমূর্ত্তি তার মনের সম্মুখে ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো ; তার উপর ব্রততীর সঙ্গে ঘর করাতে তাকে কখনো দানী কখনো পাচিকা, কখনো দাসী-চাকরের প্রতি ক্রুদ্ধা কখনো তার প্রতি অভিমানিনী দেখেছে ; তাতে ব্রততী পলাশের চোখে সাধারণ একজন রমণীর সামিলই হয়ে এসেছিলো। আর সেই সময় উল্কা তার সম্মুখে আবির্ভূতা হলো আয়ত্তাতীতা মহীয়সী রাণীর রূপে! যখনই পলাশ উল্কার কাছে গেছে তখনই দেখেছে উল্কা ফিট্‌ফাট্‌ সুসজ্জিতা, আরাম-কেদারায় ললিত ভঙ্গীতে সমাসীনা! উল্কা রাণী, উল্কা লাবণ্যময়ী, উল্কা মহীয়সী! সে যেনো সংসারের সম্পর্কের বাহিরে, সে যেনো পরীস্থান থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে! তার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, রাগ নাই, দ্বেষ নাই ; সে শুধু কল্পনা ও কবিত্বে গঠিত, লাবণ্যে ললিত, মহিমায় মণ্ডিত! তার রোগ আছে, কিন্তু সেই রোগে তার শরীরের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হানি ঘটায় নি ; বরং সেই গোপন আন্তরিক রোগে তার জীবন যে শঙ্কায় ও অনিশ্চয়তায় জড়িত হয়েছিলো তাতেই তাকে আরো দুলভ লোভনীয় করে' তুলেছিলো। উল্কা এইরূপে লাবণ্যে হাসিতে কৌতুকে ঝলমল করছে, পরমুহূর্ত্তে সে না থাকতে পারে, এই সম্ভাবনাই উল্কাকে অমূল্য অতুল্য করে' তুলেছিলো। কিন্তু আজ উল্কা কঠিন আঘাতে তার মোহ ভেঙে দিয়েছে ; মোহমুক্ত দৃষ্টি সে নিজের গৃহের দিকে ফেরাইতেই সে দেখ্‌তে পেলে গৃহলক্ষ্মী ব্রততীর

কল্যাণী মূর্ত্তি! পলাশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে' প্রত্যেক ঘরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ব্রততীর নিপুণ গৃহিনীপনার চিহ্ন দেখতে লাগলো। ক্রমে সে নিজেদের শয়নকক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলো। দরজার কাছে গিয়েই সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো। দরজার সাম্‌নে লক্ষ্মীপীঁড়ির আল্‌পনা। পলাশ দেবমন্দিরে প্রবেশ করার মতন সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে গেলো; সে দেখ্‌লে ঘরের মেঝেতে বৌ-বরণ আল্‌পনার উপর আল্‌পনা-দেওয়া পীঁড়ি পাতা আছে, সেই পীঁড়ির উপর তারই ফটোগ্রাফ ফ্রেমসুদ্ধ বসানো আছে, সেই ছবির গলায় ফুলের মালা, সেই ছবির সাম্‌নে ব্রততীর স্বহস্ত-প্রস্তুত আহার্য্য-সম্ভার স্থাপিত; চারিদিকে ধূপ ধুনা দীপ জ্বল্‌ছে। পলাশ দেখেই বুঝলে ব্রততী স্বামীকে না পেয়ে স্বামীর ছবিকে মাল্যচন্দন দিয়ে অর্চ্চনা করেছে এবং নিজের প্রীতি পরিবেষণ করেছে! এ যেনো রামচন্দ্রের স্বর্ণসীতা প্রস্তুত করে' আরব্ধ যজ্ঞ উদ্‌যাপন করা! পলাশের চোখে জল ছলছল করে' উঠ্‌লো, লজ্জায় ও অনুশোচনায় তার চিত্ত বিমথিত হতে লাগলো। সে আবার ধীরে ধীরে ঘর থেকে বাহির হয়ে এলো।

ব্রততী একাকিনী উল্কার মোটরে ছুটে চলেছে বাড়ীর দিকে; কিন্তু বাড়ী ফিরে যেতে তার ভয় কর্‌ছিলো। পথের ধারের আলোগুলো উল্কাপাতের আলোক-রেখার মতন মোটরের সাম্‌নে এসে যেনো ছিট্‌কে পিছিয়ে পড়ছে; ব্রততী আড়ষ্ট হয়ে বসে তাই দেখছে। সে আকাশ-পাতাল ভাবছিলো—তার স্বামী কি বাড়ীতে ফিরে গেছেন? তিনি কি আর তার কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বেন? তিনি লজ্জায় গৃহত্যাগ করে' যান নি তো? তার চেয়েও ভয়ানক কিছু করে' বসেন নি তো? সে যে গোয়েন্দার মতন তার স্বামীর অভিসারের অনুসরণ করেছিলো এই অপরাধ কি তিনি ক্ষমা কর্‌বেন? সেও কি নিজের কাণে ও চোখে স্বামীর কথা শুনে ও আচরণ দেখে আর তাঁকে আগের মতন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি অর্পণ কর্‌তে পার্‌বে? অকস্মাৎ এ কী সর্ব্বনাশ হয়ে গেলো? এর চেয়ে যে তার স্বামীর অধিকতর পাপাচরণও তার কাছে গোপন থাকা ভালো ছিলো?

মোটর যতো ছুটে এগিয়ে চ'লেছিলো ব্রততীর বুক ততো